প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২১ | ২৮ জুন - ৪ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর জন্য একজন প্রতিপালক সাধু-সাধ্বী !

- দেশের বিভিন্ন স্থানে সাধু আন্তনীর পর্ব পালন
- অর্থভেদে পানজোড়া এবং সাধু আন্তনীর তীর্থভূমি
- আগাথা হয়েছিলেন সিস্টার তেরেজা রোজারিও আরএনডিএম

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম

জেরী প্রিন্টিং প্রেস

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। জেরী প্রিন্টিং প্রেস একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানা। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই জেরী প্রিন্টিং প্রেস হয়ে উঠেছে আস্থার প্রতীক। তাই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মানুষ ছাপা করছে জেরী প্রিন্টিং-এ।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ২১
২৮ জুন - ০৪ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
১৪ আষাঢ় - ২০ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

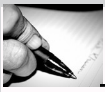

সম্পাদকীয়

মাণ্ডলিক শৃঙ্খলা রক্ষায় উপাসনার নিয়ম-নীতি পালন

খ্রিস্টীয় জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হলো উপাসনা। বিশেষ করে পবিত্র খ্রিস্টযাগ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রার্থনাজীবনের মধ্য দিয়েই বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং মণ্ডলীর ঐক্যে আবদ্ধ হয়। তাই উপাসনা কেবল ব্যক্তিগত ভক্তির বিষয় নয়; এটি মণ্ডলীর পরিচয়, শৃঙ্খলা ও ঐক্যের অন্যতম ভিত্তি। এই কারণেই মণ্ডলীর নির্ধারিত উপাসনার নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে পালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলী সংখ্যাগত দিক দিয়ে ক্ষুদ্র হলেও বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও জাতিগত বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। দেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ, ধর্মপল্লী ও মিশনকেন্দ্রে বাঙালি, আদিবাসী এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি মণ্ডলীকে করেছে বৈচিত্র্যময়, বর্ণিল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মাঝেও বিশ্বাস ও উপাসনার ক্ষেত্রে একতা বজায় রাখা জরুরি। আর সেই একতার অন্যতম মাধ্যম হলো মণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত উপাসনার বিধি-বিধান অনুসরণ করা।

দুঃখজনক হলেও সত্য, অনেক সময় দেখা যায় যে উপাসনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পছন্দ, স্থানীয় রীতি বা আবেগের প্রভাব মণ্ডলীর অনুমোদিত নিয়মকে ছাড়িয়ে যায়। কোথাও কোথাও খ্রিস্টযাগের পাঠ, প্রার্থনা, সঙ্গীত বা আচার-অনুষ্ঠানে এমন পরিবর্তন আনা হয় যা মণ্ডলীর নির্দেশনার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আবার কখনও উপাসনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে অনিচ্ছাকৃত ভুলও ঘটে। এসব বিষয় হয়তো সদিচ্ছা থেকে করা হয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা মাণ্ডলিক শৃঙ্খলা ও ঐক্যের জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে।

কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা হলো, উপাসনা কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিষয় নয়; এটি সমগ্র মণ্ডলীর সম্পদ। তাই উপাসনার ধরন, ভাষা, আচার এবং কাঠামো মণ্ডলীর অনুমোদন ও নির্দেশনার আলোকে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। উপাসনার নিয়ম-নীতি পালন করা মানে কেবল আইন মানা নয়; বরং এটি মণ্ডলীর প্রতি আনুগত্য, বিশ্বাসের ঐক্য এবং ঈশ্বরের প্রতি সম্মানের বহিঃপ্রকাশ। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে, স্থানীয়-মণ্ডলীগত ধর্মাচারগুলোও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, সেগুলো যদি বিশপদের অনুমতিক্রমে এবং প্রচলিত রীতি ও আইনসঙ্গত পুস্তকাদি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি কোন কোন সাধুর পর্ব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নস্থানে পালন জনমনে প্রশ্ন জাগিয়েছে। যেকোন পর্ব পালনেই যথেষ্ট ভক্তের উপস্থিতি প্রকাশ করে সাধু-সাধ্বীদের প্রতি আমাদের বাংলাদেশি খ্রিস্টানদের বিশেষ ভক্তি। বিশেষভাবে কুমারী মারীয়া ও সাধু আন্তনীর প্রতি বিশেষ অনুরাগ রয়েছে এ বাংলায়। হয়তো পূর্বপুরুষ পতুর্গীজদের কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রেই তা পেয়েছি আমরা। আমাদেরকে ভক্তি-বিশ্বাসে আরও বলীয়ান হতে কোন সাধু বা সাধ্বীকে জাতীয় প্রতিপালক/প্রতিপালিকা করা যায় কিনা তা ভাবার ও উদ্যোগ নেবার সময় এসেছে। যাতে করে মাণ্ডলিক উপাসনা রীতি মেনেই আমরা বিভিন্নস্থানে কোন নির্দিষ্ট সাধু বা সাধ্বীর পর্ব পালন করতে পারি।

বাংলাদেশ মণ্ডলীর বর্তমান বাস্তবতায় উপাসনার সঠিক চর্চা নিশ্চিত করতে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী, ধর্মশিক্ষক এবং ভক্তজনগণের জন্য নিয়মিত উপাসনাবিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, মণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত উপাসনা গ্রন্থ, প্রার্থনাপুস্তক ও সঙ্গীত ব্যবহার নিশ্চিত করা। তৃতীয়ত, স্থানীয় সংস্কৃতির ইতিবাচক উপাদান উপাসনায় অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে মণ্ডলীর নির্দেশনা অনুসরণ করা প্রয়োজন, যাতে সংস্কৃতির বিকাশ ও বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা-দুই-ই বজায় থাকে। চতুর্থত, উপাসনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা, নীরবতা, যথাযথ পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পবিত্র স্থানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা।

বর্তমান যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ডিজিটাল প্রযুক্তির বিস্তারের কারণে বিভিন্ন দেশের উপাসনার ধরন সহজেই মানুষের সামনে আসে। ফলে অনেকেই বিদেশি কিছু প্রথা অনুসরণ করতে আগ্রহী হন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কাথলিক মণ্ডলীতে স্বাধীনতা রয়েছে, তবে সেই স্বাধীনতা সবসময় মণ্ডলীর বিধান ও শিক্ষার আলোকে পরিচালিত হয়। উপাসনার সৌন্দর্য নতুনত্বে নয়, বরং বিশ্বজনীন মণ্ডলীর সঙ্গে একাত্মতায় নিহিত।

তাই আসুন, আমরা সবাই মিলে উপাসনার নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে পালন করি, যাতে আমাদের উপাসনা আরও ফলপ্রসূ, সুশৃঙ্খল ও ঈশ্বরমহিমায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। মাণ্ডলিক শৃঙ্খলার ভিত্তি হোক সঠিক উপাসনাচর্চা, আর সেই উপাসনার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ মণ্ডলী আরও ঐক্যবদ্ধ ও বিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে ওঠুক। †

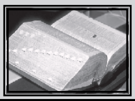

যে কেউ নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার পদক্ষেপে আমাকে অনুসরণ করে না সে আমার যোগ্য নয়। (মথি ১০:৩৮)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

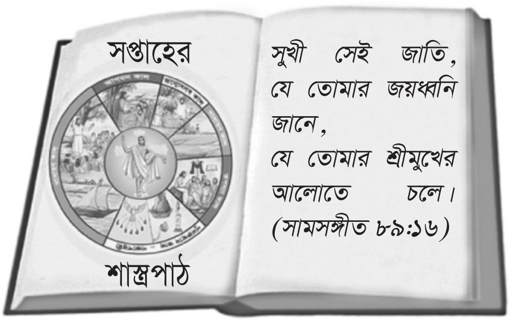

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৮ জুন - ০৪ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

২৮ জুন, রবিবার
সাধারণকালের ১৩তম রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
২ রাজা ৪: ৮-১১, ১৪-১৬, সাম ৮৯: ১-২, ১৫-১৮, রোম ৬: ৩-৪, ৮-১১, মথি ১০: ৩৭-৪২

২৯ জুন, সোমবার
সাধু পিতর ও পল, প্রেরিতদূতগণ, মহাপর্ব
শিষ্য ১২: ১-১১, সাম ৩৪: ১-৮, ২ তিম ৪: ৬-৮, ১৭-৪৮, মথি ১৬: ১৩-১৯

৩০ জুন, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ১৩তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
পুণ্য রোমীয় মণ্ডলীর প্রথম সাক্ষ্যমরণ
আমো ৩: ১-৮ -- ৪: ১১-১২, সাম ৫: ৪-৭, মথি ৮: ২৩-২৭

০১ জুলাই, বুধবার
সাধারণকালের ১৩তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
আমো ৫: ১৪-১৫, ২১-২৪, সাম ৫০: ৭-১৩, ১৬-১৭, মথি ৮: ২৮-৩৪

০২ জুলাই, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ১৩তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
আমোস ৭: ১০-১৭, সাম ১৯: ৭-১০, মথি ৯: ১-৮

০৩ জুলাই, শুক্রবার
প্রেরিতদূত সাধু টমাস-এর পর্ব *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
শিষ্য ১০: ২৪-৩৫ অথবা ইসা ৫২: ৭-১০, সাম ১১৭: ১-২, যোহন ২০: ২৪-২৯

০৪ জুলাই, শনিবার
সাধারণকালের ১৩তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
পর্তুগালের সাধ্বী এলিজাবেথ
আমোস ৯: ১১-১৫, সাম ৮৫: ৮, ১০-১৩, মথি ৯: ১৪-১৭

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৮ জুন, রবিবার
+ ১৯৫৪ সি. এম. এলিজাবেথ, আরএমডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৩ ব্রা. লুইস ই. গাজানিয়া, সিএসসি
+ ১৯৮৮ সি. মেরী প্রভিডেন্স, আরএনডিএম
+ ২০২৩ সি. এন হেম্ব্রম, সিআইসি (দিনাজপুর)

২৯ জুন, সোমবার
+ ২০১৭ সি. গোলাপী টপ্পো, পিমে

৩০ জুন, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৯ মাদার বন পাস্তর, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০০২ ফা. ফ্রান্সিস পালমা (ঢাকা)
+ ২০১৮ সি. মেরী ম্যাগডেলিন, পিসিপিএ

০১ জুলাই, বুধবার
+ ২০০৭ ফা. ফিলিপ সুজিত সরকার (খুলনা)

০৩ জুলাই, শুক্রবার
+ ১৯২৮ সি. এম. এডলফিন ডুগ্যান, সিএসসি
+ ১৯৭২ ফা. সাইমন থেটা (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯২ সি. ক্যাথেরিন, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৩ ব্রা. দানিয়েল রোজারিও, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২১ ফা. আদল্‌ফো লিম্পেরিও, পিমে (দিনাজ)

০৪ জুলাই, শনিবার
+ ১৯৯৭ ফা. ইতালো গাউদেন্সি, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০১ ফা. রিনালদো নাভা, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১০ ব্রা. কেভিন আন্তনী টুডু, টিওআর (দিনাজপুর)

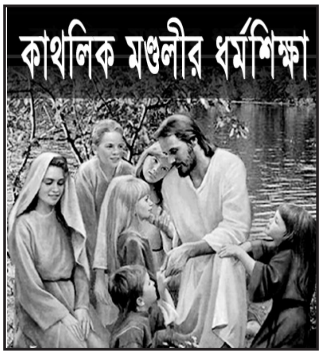

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২২০৮ পারিবারিক জীবন এমনভাবে যাপন করা উচিত যাতে এর সদস্যরা যুব, বৃদ্ধ, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী এবং দরিদ্রদের সেবাযত্ন করতে এবং তাদের দায়িত্ব নিতে শিখে। এখন অনেক পরিবার আছে যারা কোন কোন সময়ে এরূপ সাহায্য দিতে অপরাগ। এরূপ পরিস্থিতিতে তাদের অভাব ও প্রয়োজনে এগিয়ে আসতে হবে অন্যান্য ব্যক্তিকে, পরিবারকে এবং সম্পূরক হিসেবে সমাজকে: "আমাদের পিতা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক ধর্মাচরণ এই: এতিম ও বিধবাদের দুঃখ-কষ্টের দিনে তাদের সহায়তা করা এবং সংসারের কলুষ থেকে নিজেকে অকলুষ ক'রে রক্ষা করা।"

২২০৯ উপযুক্ত সামাজিক ব্যবস্থা দিয়ে পরিবারকে সাহায্য এবং রক্ষা করা আবশ্যক। যেসব ক্ষেত্রে পরিবারগুলো তাদের দায়িত্বসমূহ সঠিকভাবে পালন করতে পারে না সেখানে সমাজের অন্যান্য সংগঠনের কর্তব্য হচ্ছে তাদের সাহায্য করা এবং পরিবারকে প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমর্থন যোগানো। সম্পূরক নীতি অনুসরণ ক'রে বৃহত্তর সংগঠন বা সম্প্রদায় প্রয়োজনীয় যত্ন নেবে, তবে পারিবারিক অধিকারে অথবা তার জীবন যাত্রায় অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করব না।

২২১০ সামাজিক জীবন ও কল্যাণের জন্য পরিবারকে গুরত্ব এত অধিক বলে সমাজের জন্য বিবাহ ও পরিবারকে সমর্থন ও শক্তিশালী করার একটি বিশেষ দায়িত্ব এনে দেয়। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের উচিত একে গুরুতর কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা ক'রে নিয়ে বিবাহ ও পরিবারের আসল রূপকে স্বীকৃতি দেয়া, তাকে রক্ষা এবং লালন করা, গণ নৈতিকতাকে রক্ষা করা এবং গার্হস্থ্য জীবনের উন্নতি সাধন করা।

২২১১ রাজনৈতিক সমাজের কর্তব্য হচ্ছে পারিবারিক জীবনের শ্রদ্ধা ও সাহায্য করা, এবং বিশেষভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করা:

– পরিবার গঠন, সন্তান জন্মদান এবং নিজ নিজ পরিবারের নৈতিক ও ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী তাদেরকে গঠনদান করার স্বাধীনতা;

– বিবা-বন্ধনের স্থয়িত্ব এবং পারিবারকে প্রতিষ্ঠান হিসেবে রক্ষা করা;

– নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস স্বীকার করার, সন্তানের কাছে তা শিক্ষাদান করার ও তাদের সেই ধর্মবিশ্বাসে গড়ে তোলার এবং সে লক্ষ্যে সব ধরণের মাধ্যম ও প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করার স্বাধীনতা;

– ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার, কর্ম ও ব্যবস্থাপনার অধিকার, এবং অভিবাসন করার অধিকার;

– দেশে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুযায়ী স্বাস্থ্য- পরিচর্যা পাবার অধিকার, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য সহায়তা এবং পরিবার কল্যাণভাতার অধিকার;

– নিরাপত্তা ও স্বাস্থ রক্ষা, বিশেষভাবে ক্ষতিকারক নেশাসেবন, অশ্লীল চিত্র, মদ্যপান, ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকার অধিকার;

– সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে মিলে সংঘ-সমিতি গঠন করার অধিকার।

২২১২ চতুর্থ আজ্ঞা সমাজে অন্যান্য সম্পর্কের ক্ষেত্রসমূহের উপর আলোকপাত করে। আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই আমাদের মা-বাবার সন্তানদের: জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে দেখতে পাই আমাদের পূর্বপুরুষদের বংশধরদের; আমাদের সহ-নাগরিকদের মধ্যে দেখতে পাই আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের; দীক্ষাস্নাতদের মধ্যে দেখতে পাই আমাদের মাতা মণ্ডলী সন্তানদের; প্রত্যেক মানব ব্যক্তির মধ্যে দেখতে পাই সেই তাঁর পুত্র বা কন্যাকে যিনি "আমাদের পিতা" বলে সম্বোধন শুনতে চান। এইভাবে আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ব্যক্তিময় হয়ে ওঠে। প্রতিবেশী বলতে জনসমষ্টির "একজন" বুঝায় না বরং এমন মর্যাদাসম্পন্ন "ব্যক্তিকেই" বুঝায় যে ব্যক্তি মৌলিক অধিকারের গুণেই বিশেষ যত্ন ও সম্মনের সদিচ্ছা।

অর্থভেদে পানজোড়া এবং সাধু আন্তনীর তীর্থভূমি

আলেক রোজারিও

বিশ্বজনীন মাতা মণ্ডলীর পাশাপাশি খ্রিস্টমণ্ডলীর বিভিন্ন ধারার বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের পানজোড়ার সাধু আন্তনীর তীর্থভূমিতে আগমন ও ভক্তি শ্রদ্ধার কথা গণমাধ্যম ও নেট জগতের বদৌলতে নিমেষেই অজস্র লোক জানতে পারে। একই সাথে এ স্থানে ধর্মপ্রাণ মানুষের ভক্তির উজারতা ও পবিত্রতার কথাও জানেন। গাজীপুর-কালীগঞ্জ-নাগরীরপানজোড়ার তীর্থভূমির জয়গান বাংলাদেশের সরকার পর্যন্ত অবগত আছেন।

আমরা যদি প্রথমে পানজোড়ার অর্থ ভেদে যাই তবে এমন দাঁড়ায়-পান অর্থ হলো তাম্বুল (পান থেকে চুন খসা-ক্রুটিবিচ্যুতি হওয়া। পান সাজা মশলাদি সহযোগে পানের খিলি রচনা করা। আবার পান-অর্থ ঝাল (যে নিকৃষ্ট ধাতু গলাইয়া ধাতুদ্রব্যাদি জোড়া দেওয়া হয়) পান-মরা মিশ্রিত খাদের জন্য গহনার স্বর্ণাদির হ্রাসপ্রাপ্ত ওজন। ঝাল-ধাতুনির্মিত বাসন ইত্যাদি জুড়িবার পান। পান-তরল পদার্থ গলাধঃকরণ(পানি, দুগ্ধ, জুস, সিরাপ, সুরাপান ও মদ্যপান(পানদোষ)।

জোড়া অর্থ হয় এমন যুগল অর্থাৎ দুইখানি বা দুইটি (জোড়াপাঁঠা), যুগ্ম (কাপড়ের জোড়া)সমকক্ষ বস্তু বা ব্যক্তির জুড়ি বা জোড়া (তার জোড়া নেই) জোড়, সংযোগ (জোড়া দেওয়া)। আবার জোড়া অর্থ হলো যুক্ত বা আঁটা (লাঙ্গলে জোড়া বলদ, ঘরজোড়া খাট, জগৎ জোড়া খ্যাতি, জুড়া-জোড়া, কাজ চালাইবার জন্য যে কোন প্রকারে জোড়া দেওয়ার ব্যবস্থা) জোড়াতালি-সেলাই করিয়া জোড়া লাগানো, জুড়ায় জোড়া ছেলেমেয়ে, জুড়ায় জোড়ায় মানুষ ইত্যাদি। আর জোর শব্দের অর্থ বল, শক্তি (গায়ের জোর, মুরুব্বির জোর) বলপ্রয়োগ (জোরে ধাক্কা দেওয়া), তীব্রতা উচ্চতা (কণ্ঠস্বরে জোর) দৃঢ়তা (মনের জোর) অধিকার, দাবি (মাতৃ স্নেহের উপর সন্তানের জোর, জোর হাওয়া জোর গলা, জোর হুকুম, জোর কদম, ভাগ্যের জোর, জুলুম, জোর অত্যাচার), জোরাজুরি-ক্রমাগত বলপ্রয়োগ, জোরদার-শক্তিমান-প্রবল-আন্দোলন ও জোরালো ভাষা। যদি (জোরা) অর্থ ধরি আমরা বলপ্রয়োগ বা বল। আর (জোড়া) ধরি ব্যক্তি বা বস্তুর দুইয়ের মিলন। আর (পান) অর্থ যদি ধরি তরল পদার্থ পান করা বা গ্রহণ ও খাওয়া।

অর্থ ভেদে তীর্থস্থান হলো পুণ্যস্থান। তীর্থ সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ দাঁড়ায় ক্ষেত্র উত্তরণ বা হাঁটিয়া পার হওয়া। অন্যকথায় পবিত্র স্থানকেই তীর্থস্থান বোঝায়। যে স্থানে গেলে স্রষ্টা ঈশ্বর ভগবানের চরণ পাওয়া যায়। আবার ঈশ্বরের চরণকে তীর্থ হিসেবেও নেওয়া যায়। আত্মতাড়নায় আত্মশুদ্ধির লাগি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের পিছনে পিছনে ছোটার স্থান হলো তীর্থ। ফলে স্রষ্টা ঈশ্বরের স্পর্শ ভক্তপ্রাণ ভক্তের পাওয়া না পাওয়া তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। এক কথায় তীর্থ হলো পুণ্যস্থান বা মিলনস্থান (মিলন-তীর্থ) দেবতা বা মহামানবের বাসভূমি, অলৌকিক কর্মের দর্শনভূমি। তীর্থ করা-তীর্থ দেখা, পরিভ্রমণ করা ও তীর্থকৃত্য সম্পাদন করা বা মানত পূরণ করা ও যজ্ঞস্থানে ভক্তির নৈবেদ্যসহ পাপমোচনে তীর্থ করা। পাপের ক্ষমা ও আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টায়, সেবা উদারতার স্বভাবে বিভূষিত হয়ে নবজীবন গড়তে তীর্থে গমন করা এবং ধন্যবাদ-প্রশংসায় স্রষ্টা ঈশ্বরের গৌরব করাই তীর্থ করা।

তীর্থযাত্রী হলো তীর্থে গমনকারী। তীর্থযাত্রা হলো ধর্ম বিশ্বাসে আহূত হয়ে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অনুসন্ধানে যাত্রার নাম হলো তীর্থযাত্রা। ভক্তিমূলক চর্চা করে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে ঐশ নাম জপ করে করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাওয়ার নাম হলো তীর্থযাত্রা; তবে তা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মানদণ্ডে নির্ভর করে।

ভূমি অর্থ হলো-পৃথিবী-ভূপৃষ্ঠ-মাটি-মেঝে-ক্ষেত্র-আধার বা জমি বুঝায়। উৎপাদনের আদি উৎস হচ্ছে ভূমি । ভূমি ছাড়া উৎপাদন হয় না। তীর্থ ভূমিতে আমরা যেটুকু ভক্তি, প্রার্থনা, কষ্ট ও পরিশ্রম করি তার চেয়ে দশগুণ ভূমি আমাদের প্রতিদান হিসেবে দিয়ে থাকে। তা হোক পবিত্র তীর্থ ভূমি বা চাষের ভূমি। চাষের বা আবাদের সময় অবহেলা করতে নেই তেমনি পবিত্র তীর্থভূমি পরিভ্রমণে আত্মসমর্থণ প্রার্থনা উজার করতেও হেলা করতে নেই। "সাবধানী লোক কদাচিৎ ভুল করে"। তীর্থযাত্রায়ও তদ্রুপ বিশ্বাসীভক্ত কদাচিৎ ভুল করে। "ভুল করা মানবিক, ক্ষমা স্বর্গীয়"--পোপ ২য় জন পল। তীর্থভূমিতে স্বর্গীয় ক্ষমার আশায় পদাচরণ করি আমরা।

সাধু কাকে বলে? পবিত্র পুণ্যবানকেই সাধু বলে। আবার হযরত এর অর্থ হলো মহাপুরুষ বা মহামানব। আমাদের চারিপাশে নামধারী মহাপুরুষ অনেকেই আছেন। তবে তাদের ভিতর সবাই প্রকৃত মহাপুরুষ না। তেমনি আমাদের চারিপাশে অনেক গির্জা, মন্দির ও মসজিদ আছে। এর ভিতর কিন্তু সবগুলো পবিত্র তীর্থভূমি না। আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলার পথ ধরে ধর্মীয় অনুশাসনে ধর্ম তত্ত্ব জ্ঞানের অনুশীলনকারী ও সমাজ শ্রদ্ধায় গ্রহণকারীকেই সাধু বলে থাকি। সাধুর ভক্ত সমাজ থাকে কীর্তি কর্মে। খ্রিস্ট মণ্ডলীতে সাধু হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি পবিত্রতা, ঐশ সাদৃশ্য বা ঘনিষ্ঠতার ব্যতিক্রমী মাত্রার অধিকারী হিসেবে স্বীকৃত। কর্ম ফলের প্রশংসা-গৌরব-গর্ব-কীর্তি-ধনসম্পদ, জয়গান ও গৌরবান্বিত হওয়ার লোভকে ত্যাগ করাই সাধুতার একটি বৈশিষ্ট্য।

আমাদের অতি ও শ্রদ্ধাভাজন সাধু হলেন পানজোড়ার সাধু আন্তনী। পুরাতন শাস্ত্রে একটা কথা আছে 'ম্যান ম্যাক দ্যা টাউন এণ্ড গড ম্যাক দ্যা ভিলাজ'। পানজোড়া গ্রামটি ঈশ্বরের তৈরি। সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় এ পানজোড়া আমাদেরকে ঈশ্বরের পবিত্রতার সাদৃশ্য ও ঘনিষ্ঠতা নিয়ে প্রতিপালন করে যাচ্ছেন যুগ যুগ ধরে। সে হিসেবে আমার সাধু আন্তনীর দয়ায় ও কৃপায় পুষ্ট হয়ে গ্রামের ও আন্তনী তীর্থস্থানের নামের বানান (পানজোড়া)-ই ব্যবহার করি। পানজোরা বালিকা উচ্চবিদ্যালয় দেখলাম স্বর্ণ জুবিলীতে (পানজোরা) বানান ব্যবহার করেছেন। পানজোরার স্কুল শিক্ষকমণ্ডলী এলাকার নারী শিক্ষাকে জগৎ বিখ্যাত করতে তীর্থভূমিতে অবস্থান করে চার দেওয়ালে ছাত্রীদের শৃঙ্খল শাসন, বল, নীতি-আদর্শ ও সরকারী নিয়মকে যথার্থ মান্য করে সফলতার সাথে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। যেহেতু বিদ্যালয় বলপ্রয়োগ, শক্তিমান, প্রবল, শিক্ষা আন্দোলন ও জোরালো ভাষা দিয়ে নারী সমাজ গড়ে ; তাই স্কুল (পানজোরা)এ বানান ব্যবহার বেছে নিয়েছে বিদ্যালয়ের স্বার্থে; তার জন্য স্বাগত তাদেরকে। অপরদিকে বাংলা বানানে তারা পানজোড়াও ব্যবহার করতে পারে। আমি নতশিরে প্রস্তাব করি তীর্থভূমির স্থানের ও গ্রামের নামের বানান প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ পানজোড়া শব্দটি লেখায় ও বলায় ব্যবহার করুক। স্রষ্টা ঈশ্বর মানুষের ভিতর বন্ধনের জোড়া দিতে সর্বদাই উদার। তাঁর উদারতার সাথে একাত্ম হয়ে আমরা পবিত্র তীর্থভূমি পানজোড়াই ব্যবহার করি। জোড়ার মিলনে "পানজোড়া" সকলের মিলন মেলার তীর্থভূমি হোক।

আমার ক্ষয়িষ্ণু জ্ঞানের গভীরতা থেকে সত্তর দশকের গোড়ার দিকের পানজোড়ার সাধু আন্তনীর পর্ব উৎসবের কিঞ্চিৎ বর্ণনার প্রয়াস। পর্বের প্রধান পবিত্র যজ্ঞ বেদি তৈরি হতো তীর্থভূমির মা মারীয়ার গ্রোটোর বেড়ির

(বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর জন্য একজন প্রতিপালক সাধু-সাধ্বী

ফাদার সুশীল লুইস

লেখার প্রসঙ্গ- মণ্ডলীতে অনেক প্রাচীন কাল থেকে মহাদেশের, দেশের, স্থানীয় মণ্ডলীর, প্রতিষ্ঠানের, ধর্মপল্লীর, ব্যক্তির প্রতিপালক সাধু সাধ্বী রাখার প্রচলন আছে। কিন্তু কেন এটা? যেন আমরা তাদের মহৎ আদর্শ অনুকরণ করতে, তাঁদের মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে আর তাদের ভাল জীবন দেখে উৎসাহিত হতে পারি। সহজ কথায় তারা আমাদের মত মানুষ হয়েও যদি এতো ভাল কিছু করতে পারেন তবে আমাদেরও পক্ষে সেরূপ করা সম্ভব আর স্ব স্ব সাধুতার পথে তীর্থযাত্রা করতে পারব। বর্তমান বাস্তবতায় বাংলাদেশে আমরা খুবই কম সংখ্যক খ্রিস্টান, বিভিন্ন কারণে আমরা দুর্বল, ভীত আমরা অনেক বার আমাদের আদর্শ ঠিক রাখতে পারছি না। তাই বার বার আমাদের মহান সাধুদের আদর্শ ধ্যান, মধ্যস্থতা প্রার্থনা, সহায়তা, প্রেরণা প্রভৃতি অনেক প্রয়োজন। আমাদের দেশের ভক্তগণ স্থান কাল ভেদে তাদের পছন্দের বিভিন্ন সাধু বা সাধ্বীর দিকে তাকান আর তাদের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করেন। সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্ধারিত কোন সাধু নেই। কোন সাধু বা সাধ্বীকে যদি মণ্ডলীর পরিচালকবর্গের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে এদেশের কাথলিক মণ্ডলীর প্রতিপালক বা প্রতিপালিকা ঘোষণা করা হত তবে প্রার্থনায়, আদর্শ অনুকরণে, অন্তরে সাহসী হতে কত না মঙ্গলের আশা করা যেত! এমন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতেই আধ্যাত্মিক সম্পদ, চেতনা লাভের প্রত্যাশায় এ লেখার অবতারণা। প্রথমে দেখা যাক সাধু শব্দ ও সাধুতার বিভিন্ন দিক।

সাধু শব্দ ও সাধু হবার বিভিন্ন দিক:- সাধু বলতে অভিধানে বিভিন্ন শব্দ আছে। যেমন, সজ্জন, সদাশয়, সন্ত, ধার্মিক, ধর্মাত্মা, মহাপ্রাণ, মহামতি, পবিত্র জন, সৎ, সুশীল [সু+শীল (স্বভাব) যার], মহৎ, সচ্চরিত্র প্রভৃতি। অন্যদিকে সাধুর স্ত্রীলিঙ্গ হল সাধ্বী। মার্কাস অরিলিয়াস এভাবে সাধুর পরিচয় দেন: "সাধু ব্যক্তির বিশেষত্বটি এই যে, তাহার বিবেক-বুদ্ধিই তাঁহার জীবনের নেতা; তাঁহার ভাগ্যে যা কিছু আইসে, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট; বহির্বিষয়ের কোলাহলে অবিচল থাকিয়া, তিনি তাঁহার অন্তর্দেবতাকে পরিশুদ্ধ রাখেন, শান্ত রাখেন এবং তাঁহার আদেশবাণী দেববাণীর ন্যায় পালন করেন। বাক্যে তিনি সত্যপরায়ণ কার্য্যে তিনি ন্যায়পরায়ণ হয়েন।" প্রয়াত ফাদার সিলভানো গারোল্লো সম্পাদিত খ্রীষ্টধর্মীয় শব্দার্থ বইয়ের ৪৯৩নং শিরোনামে এ বিষয়ে এভাবে লিখা হয়: "ব্যাপক অর্থে খ্রীষ্টীয় পবিত্রতার জন্য খ্যাত যে কোন ব্যক্তি। সীমিত অর্থে এমন একজন ব্যক্তি যিনি তাঁর জীবনকালে উল্লেখযোগ্যভাবে খ্রীষ্টীয় গুণাবলীর অধিকারী হয়েছেন এবং যাঁকে স্বর্গীয় বলে মণ্ডলী আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মান দিয়ে থাকেন এবং যার মাধ্যমে ঈশ্বর আশ্চর্য কাজ ঘটিয়ে থাকেন।" একজন পরলোকগত যিশুভক্ত যিনি স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে থাকেন এবং জগত ও মণ্ডলীর ভক্তদের সামনে ভালবাসা, বিশ্বাস ও পবিত্রতার উজ্জ্বল আদর্শ রেখেছেন তাঁকে পোপ মহোদয় বিশেষ প্রক্রিয়ায় আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে সাধু শ্রেণীভুক্ত করেন। তারা যে সৎ, ঈশ্বরের কৃপার প্রতি বিশ্বস্ত তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। তারা পিতার ইচ্ছা পালনের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সেবায় পবিত্র জীবন যাপন করেন। তারা খ্রিস্টান জীবনের পূর্ণতা ও প্রেমের পবিত্রতা লাভ করতেই ডাক পেয়েছেন। সাধু পোপ ২য় জন পলের প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র অনুসরণ ক'রে কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার ৮২৮নং অনুচ্ছেদে বলা হয়: "খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাসের সবচাইতে কঠিন মুহূর্তগুলিতেও সাধু-সাধ্বীগণ সর্বদাই নবীকরণের উৎস ও সূচনা হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, পবিত্রতা হচ্ছে তার প্রৈরিতিক কার্যক্রম ও মিশনকর্মমুখী উদ্যমের প্রচ্ছন্ন উৎস ও অভ্রান্ত মানদণ্ড।" মণ্ডলীতে যুগে যুগে বিভিন্ন পর্যায়ের অনেক সাধুসাধ্বী রয়েছেন। খ্রিস্টমণ্ডলীর ঐতিহ্য অনুসারে স্থান-কাল ভেদে তাঁদের প্রতি ভক্তদের অনেক ভক্তি-ভালবাসা রয়েছে, তাঁদের মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের কাছে বিভিন্ন অনুনয় করেন। জানা যায় কোন সাধু-সাধ্বীর প্রতি অখ্রিস্টানদেরও ভক্তি-শ্রদ্ধা রয়েছে; যেমন পাদুয়ার সাধু আন্তনী, আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের প্রতি। কাথলিক মণ্ডলী ১ নভেম্বর তাঁর দ্বারা ঘোষিত এবং অঘোষিত সাধুদের স্মরণে সমুদয় সাধু-সাধ্বীর এক মহাপর্ব আবশ্যিকভাবে পালন ক'রে থাকেন। এখন দেখা যাক প্রতিপালক সাধু/ সাধ্বী রাখার বা থাকার কিছু উদ্দেশ্য।

প্রতিপালক-প্রতিপালিকা সাধু-সাধ্বী থাকা বা রাখার কিছু উদ্দেশ্য:- সাধু সাধ্বীরা হলেন যিশু খ্রিস্টের বন্ধু, তাঁর সহ-উত্তরাধিকারী, আমাদের সহায়তাকারী ভাইবোন ও উপকারী বন্ধু। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তাদের মধ্যস্থতা প্রত্যাশা, পর্বপালনের ধরন তাদের জীবন, গুরুত্ব ও অবদান অনুসারে বিভিন্ন হতে পারে। নানাভাবে তাঁদের স্মরণ ও সম্মান করা এবং নম্রভাবে তাদের অনুনয় যাচ্না করা আমাদের জন্য অনেক কল্যাণকর। কোন সাধুর পর্বে শুধু মাত্র কোন ব্যক্তি বা ঘটনাকে স্মৃতিচারণ করাই আসল উদ্দেশ্য নয় বরং এই নাম স্মরণে পর্ব পালন আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে ভক্তিভাব বৃদ্ধিতে সক্রিয় হতে সাহায্য করে। প্রতিপালক সাধু রাখা ও তাদের পর্ব পালনের মূল উদ্দেশ্য হল ভক্তমণ্ডলী যেন সেই বিশেষ দিনে সেই সাধু বা সাধ্বীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন এবং তাদের গুণাবলী সর্বদা নিজেদের জীবনে অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত হন। সাধুগণ আমাদেরই মত পৃথিবীর মানুষ ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে আমরা সাধুতার আদর্শ গ্রহণ করি, ধর্মপথে চলার অনুপ্রেরণা লাভ করি। কোন সাধু রাখা ও তার পর্ব পালনের কিছু কারণ হতে পারে:

১) তাঁদের কাছে আমরা সাধুতা শিখি: আমরা যেন আমাদের জীবনপথের বাস্তবতায় সাধুদের আদর্শরূপে রাখতে পারি, তাঁদের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারি। মারীয়ার নাম স্মরণ, নাম উচ্চারণ ও তাঁর পর্ব উদ্‌যাপনের মাধ্যমে মণ্ডলী বিশেষ ভালবাসা সহকারে ঈশ্বর জননী ধন্যা মারীয়াকে সম্মান ক'রে তাঁর মধ্যে সন্ধান পান পবিত্রতার আদর্শ ও উৎস। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার ২০৩০নং অনুচ্ছেদ অনুসারে জানি: "খ্রীষ্টীয় ভক্তসমষ্টিতে খ্রীষ্টভক্তগণ পুণ্যময়ী কুমারী মারীয়া ও সকল সাধুসাধ্বীর কাছ থেকে সাধুতার দৃষ্টান্ত শিখে নেন।"

২) তাঁদের কাছে আমরা প্রার্থনা করতে শিখি: তাঁরা আমাদের ও সারা জগতের জন্য ঈশ্বরের কাছে বরাবর প্রার্থনা করেন। তাদের অবিরাম ও প্রাণবন্ত প্রার্থনার ঐতিহ্য আমাদের জীবন পথে ভরসাপূর্ণ প্রার্থনা করতে শিখায়। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার ২৬৮৩-৮৪ নং অনুচ্ছেদ বলে: তাঁদের প্রার্থনা আমাদের প্রার্থনার দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়। জগতের জন্য তাঁদের মঙ্গল প্রার্থনা হল ঈশ্বরের পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য মহান উচ্ছ্বসিত সেবা। খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস-ক্রমে অনেক সাধুসাধ্বী বিচিত্র 'অধ্যাত্ম-মার্গ' নির্দিষ্ট করেছেন: আমরা ওঁদের কাছে শিখে নিতে পারি কেমন ক'রে প্রার্থনার চর্চা করা হয়, কেমন ক'রে আমাদের সারা জীবন প্রার্থনার সৌরভে আমোদিত হতে

পারে। পর্ব দিনে বা কোন বিশেষ সময়ে, স্থানে, অবস্থায় পছন্দমত কোন সাধুসাধ্বীর মধ্যস্থতায় অনেকবার প্রার্থনা করা হয়। আমরা সাধুদের বার বার এ অনুরোধ করতে শিখি: আমাদের জন্য ও সমগ্র জগতের জন্য প্রার্থনা কর। আর এভাবেই উপস্থিত ভক্তসাধারণ ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করতে পারেন।

৩) ঈশ্বরই আমাদের জীবনের প্রভু। মণ্ডলীর শিক্ষা ও প্রেরণায় ভরসা রেখে ভক্তগণ দেহ-মনে-প্রাণে খ্রিস্ট ও সাধুগণের সাথে স্বর্গীয় উপাসনায়/আরাধনায় যোগ দিয়ে ঈশ্বরের পবিত্রতার মাহাত্ম্য কীর্তন করতে করতে জীবন পথে এগিয়ে চলতে চান। আমরা যখন এ পৃথিবীতে উপাসনা করি বিশেষভাবে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করি তখন আমরা আরও ঘনিষ্ঠভাবে স্বর্গের উপাসনার সঙ্গে মিলিত হই; কুমারী মারীয়া ও সাধুসাধ্বীদের স্মরণ করি তাদের প্রতি ভক্তি-ভালবাসা, সম্মান প্রকাশ করি। আর সেভাবে নিজেদের তাঁর কাছে নিবেদন করি ও তাঁর প্রশংসা করি।

৪) তাঁদের কাছ থেকে আমরা উৎসাহ ও সাহস পাই, নিজেদের কঠিন সময়ে তাঁদের কাছ থেকে আমরা অনুপ্রেরণা লাভ করি। ২য় ভাটিকান মহাসভার পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধানের ১০৪ নং অনুচ্ছেদে সাধুসাধ্বীদের বিষয়ে বলা হয়: "নানাবিধ ঐশ প্রসাদের গুণে সম্পূর্ণ পবিত্রতায় উন্নীত হয়ে এবং চিরন্তন মুক্তির অধিকারী হয়ে তাঁরা স্বর্গলোকে ঈশ্বরের পরম স্তুতি গান করেন এবং আমাদের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করেন। তাঁদের বার্ষিক পর্বগুলি উদ্‌যাপন করার মাধ্যমে মণ্ডলী নিস্তার রহস্যের অবদান ঘোষণা করে সকল সাধু সাধ্বীর মধ্যে, যাঁরা কষ্ট ভোগ করেছেন এবং খ্রিস্টের সঙ্গে মহিমান্বিত হয়েছেন। মণ্ডলী ভক্তদের নিকট উদাহরণরূপে তুলে ধরে সাধুসাধ্বীদের, যাঁরা সব মানুষকে খ্রিস্টের মাধ্যমে পিতার নিকট টেনে আনেন এবং তাঁদের গুণাবলীর মাধ্যমে মণ্ডলী ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাচ্‌না করে থাকে।" ভালবাসার শক্তিতে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হয়ে সাধু ধর্মশহীদগণ মৃত্যুবরণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসের কঠিনতম সময়েও তারা সর্বদাই নবীকরণের পথ দেখিয়েছেন। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার ৮২৮ নং অনুচ্ছেদ বলে: "কোন কোন খ্রীষ্টবিশ্বাসীকে সিদ্ধশ্রেণীভুক্ত করণের মাধ্যমে, অর্থাৎ তারা যে বীরোচিত সদগুণের জীবন যাপন করছেন ও ঈশ্বরের কৃপার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে সারা জীবন কাটিয়েছেন, সেকথা ঐকান্তিকতার সঙ্গে ঘোষণাপূর্বক মণ্ডলী তার মধ্যকার পবিত্রকারী আত্মার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দান করে এবং সাধু-সাধ্বীদেরকে জীবনের আদর্শ ও অনুনয়কারী হিসেবে তুলে ধরে, বিশ্বাসীদের প্রত্যাশাকে সঞ্জীবিত করে তোলে।"

৫) কোন সাধু বা সাধ্বীর স্মরণে, তাদের পর্ব পালনে আমরা নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ও একতার বন্ধন উপলব্ধি করি। তাদের জীবন, আদর্শ, বিজয় ঘিরে আমরা আনন্দ করি, ভালবাসায় সাহসী হই। সাথে সাথে নিজেদের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি ও গভীরতা বাড়ে। স্বর্গীয় সাধুদের স্মৃতিচারণ করার উদ্দেশ্য শুধু তাদের সম্মান দেখানোই নয় বরং নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম বৃদ্ধি ক'রে সবার মধ্যে একতা শক্তিশালী ক'রে তোলা। এই মিলন বন্ধন আমাদের যিশুর কাছে নিয়ে যেতে পারবে আর একইভাবে সাধুদের সাথে আমাদের সংযোগ মণ্ডলীর মস্তক যিশুর সাথে আমাদের যুক্ত করবে। ১ নভেম্বর নিখিল সাধুসাধ্বীর পর্বদিবসের ধন্যবাদিকা স্তুতির এক অংশে আমাদের জীবনে সন্তদের আনন্দ ও আদর্শের ভূমিকা বিষয়ে আছে: "স্বর্গমহিমায় বিভূষিত আমাদের সেই ভ্রাতা-ভগিনীদের সর্বজয়ী আনন্দ আমাদের চলার পাথেয়; তাঁদের অপূর্ব আদর্শ আমাদের উৎসাহ- উদ্দীপনার উৎস।"

বাংলাদেশে কেন প্রতিপালক সাধু-সাধ্বীর ঘোষণা প্রয়োজন?

এদেশে আমরা খ্রিস্টানগণ সংখ্যায় খুবই কম, আমাদের চলার পথে আছে অনেক সমস্যা, দুর্বলতা, চ্যালেঞ্জ, ভয় ইত্যাদি। আমরা সন্তদের সঙ্গে, তাঁদের অনুসরণে, আদর্শে, প্রার্থনায় অবশ্যই এসব জয় ক'রে ভব নদী অতিক্রম করতে পারব। অনেক বার আমাদের জীবন কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ হলেও তাদের জীবন ও আদর্শ আমাদের স্বর্গ সুখের পথ দেখায়, সাহস যোগায়। একজন বিশ্বাসী মানুষ একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন: সাধুগণ হলেন আমাদের অনুপ্রেরণা ও অদৃশ্য শক্তি, তারা আমাদের ভরসা। সত্যিই সাধুগণ নানাভাবে আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারেন যেন আমরা এদেশে ভাল খ্রিস্টান হতে পারি।

পৃথিবীর অনেক দেশের মত (যেমন ফ্রান্স-স্বর্গোন্নীতা মারীয়া প্রধান সাধ্বী, সহ প্রতিপালক সাধু বা সাধ্বী আছেন সাধু ডেনিস, টুরের সাধু মার্টিন, জন দ্যার্ক, ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা প্রমুখ) আমাদের দেশের মণ্ডলীতেও একজন বা একাধিক প্রতিপালক সাধু থাকা প্রয়োজন বলে মনে হয় যেন আমরা তাঁর/তাঁদের মাধ্যমে মণ্ডলী ও দেশের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করতে পারি, তাঁর বা তাঁদের আদর্শ অনুকরণ করতে চেষ্টা করতে পারি, তাঁকে/তাঁদের আমাদের চলার পথে সামনে রাখতে পারি আর সেভাবে আমরা অনুপ্রেরণা, চেতনা, উৎসাহ, উদ্দীপনা লাভ করতে পারি, আমাদের জীবনকে আরো সুন্দর ও যিশুর আদর্শে গড়ে তুলতে পারি। হতে পারে এ বিষয়ে আরো চিন্তা, আলোচনা ও পরিকল্পনা করা মঙ্গলজনক হতে পারে। কোন সাধু থাকলে সব সময় তাঁকে স্মরণ করা যাবে, তাঁকে ডাকা যাবে, তার স্মরণ দিবসে বা তার উপলক্ষে ঘটা করে পর্ব করা যাবে। আর আমরা জানি, উৎসব হলে মানুষের মনে সেই সাধুর বিষয়ে আকর্ষণ থাকবে আর থাকবে তাদের জীবনে সেই সাধুর আদর্শ অনুসরণসহ নানা প্রভাব। এটি অমাদের ধর্মীয় জীবনে এক বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে।

তাদের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আমরা তাদের মত পবিত্রতার পথে চলতে নতুনভাবে উদ্দীপিত হতে পারব। তাদের পথ অনুসরণ ক'রে আমরা আমাদের অবস্থা ও আহ্বান অনুযায়ী চ'লে খ্রিস্টের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হতে পারব। এসব ধার্মিক ব্যক্তি আমাদেরই মত পৃথিবীর মানুষ ছিলেন তারা নিজেরা মঙ্গলবাণী নিজেদের জীবনে গ্রহণ, বহন, প্রকাশ ও পূর্ণ করেছেন। তারা ঈশ্বরের রাজ্য, উপস্থিতি ও পরিচয়ের চিহ্ন হয়েছেন। তারা মানুষ হিসাবে আমাদের সামনে পবিত্রতার পথ প্রদর্শক, ভ্রাতৃপ্রেমের অনুপ্রেরণাদাতা। মণ্ডলী আমাদের আহ্বান করেন আমরা যেন ভক্তিযুক্তভাবে সর্বদা তাঁদের অনুসরণ ক'রে সাধু-সাধ্বী হতে পারি, তার বাণী প্রচার করতে পারি। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলের খ্রিস্ট-মণ্ডলী বিষয়ক সংবিধানের ৫০নং অনুচ্ছেদে বলা হয়: "মণ্ডলী সর্বদা বিশ্বাস করে আসছে যে, প্রেরিতদূতগণ এবং নিজের রক্ত দিয়ে যারা তাদের বিশ্বাস ও প্রেমের মহান সাক্ষ্য দিয়েছেন, সেই ধর্মশহীদেরা আজও খ্রিস্টেতে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ধন্যা কুমারী মারীয়া এবং পবিত্র দূতগণের সাথে মণ্ডলী তাদেরকে বিশেষ প্রেমপূর্ণ সম্মান দিয়ে আসছে এবং তাদের প্রার্থনার সাহায্য ভক্তিভরে যাচনা করছে। অনতিবিলম্বে আরও যুক্ত হয়েছেন সেই সমস্ত মানুষ, যারা খ্রিস্টের দরিদ্র ও ব্রহ্মচর্য জীবন অনুকরণ করতে ব্রতী হয়েছিলেন এবং সেই সমস্ত ভক্ত যারা খ্রিস্টীয় গুণাবলী এবং ঐশ অনুগ্রহ অনুশীলনে বিশেষ আদর্শ রেখে গেছেন। মণ্ডলী বিশ্বাসীবর্গকে উৎসাহিত করছে যেন তারা সেই সাধু ব্যক্তিদের অনুকরণ করেন এবং তাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন।" দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলের মণ্ডলী বিষয়ক সংবিধানের ৫০নং অনুচ্ছেদে সাধুদের মাধ্যমে প্রার্থনার সুন্দর প্রভাব বিষয়ে বলা হয়: "সাধুসাধ্বীদেরকে ভক্তি করা এবং তাঁদের জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দে'য়া আমাদের কর্তব্য, নম্রভাবে তাঁদের নিকট প্রার্থনা করা, তাঁদের প্রার্থনায়

সাহায্য যাচ্না করা, ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর পুত্র এবং আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশুর মাধ্যমে আমাদের মঙ্গলজনক সকল প্রয়োজন তুলে ধরতে তাঁদের সহায়তা যাচ্না করা আমাদের জন্য হিতকর। স্বর্গবাসীদের নিকট অর্পিত আমাদের সকল অকপট ভক্তি সমুদয় "সাধুর মুকুট" সেই খ্রিস্টের দিকেই আমাদের নিয়ে যায় এবং তাঁরই মাধ্যমে তা উপনীত হয় ঈশ্বর সমীপে, যিনি তাদের মধ্যে বিরাজমান এবং মহিমান্বিত।" সাধুগণের নাম ও জীবন আমাদের অন্তরে থাকলে সেসব আমাদের সুন্দর জীবন ও পবিত্রতার পথে চালাতে পারে। তাঁরা আমাদের সামনে ভালবাসার মূর্ত প্রতীক হতে পারেন। আমরা প্রতি মুহূর্তে তাঁদের মধ্যস্থতার নিশ্চয়তা লাভ করতে পারি। প্রতিপালকের নামগুলি নানাভাবে আমাদের খ্রিস্টান গুণ ও মূল্যবোধসমূহ প্রকাশ করতে সাহায্য করে ও ভবিষ্যতে করতে পারবে।

সাধুদের অনুসরণে পথ চলতে গুরু যিশু তার শত আশীর্বাদে আমাদের ধন্য করেন, পুণ্য করেন, জীবন দেন। বাংলাদেশে আমাদের সবল থাকতে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের একতা ও সুসম্পর্ক খুবই প্রয়োজন। আর পরস্পরের মিলনের এ পথ ও আদর্শ দেখাতে পারেন আমাদের সম্মানিত সাধুবর্গ।

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ২৬৮৩ বলে: "সাধু সাধ্বীগণ তাঁরা তাদের জীবনাদর্শ দ্বারা, তাদের রচনা-সম্ভার দ্বারা এবং বর্তমানে তাদের মিনতি দ্বারা প্রার্থনার প্রাণবন্ত ঐতিহ্যে অংশগ্রহণ করেন।.. তাদের মধ্যস্থতাসূচক প্রার্থনা হল ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মহান উচ্ছ্বসিত সেবা। তাদেরকে আমাদের জন্য ও সমগ্র জগতের জন্য অনুনয় করতে বলতে পারি, আর তা আমাদের করাই উচিৎ।"

সাধু সাধ্বীগণ স্বর্গে থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী ও মঙ্গলজনক অনেক মধ্যস্থতা করেন। আর বাংলাদেশের জন্য বিভিন্ন পরস্থিতিতে এটা খুবই দরকারী ও কার্যকরী। ২য় ভাটিকান মহাসভার খ্রীষ্টমণ্ডলী বিষয়ক সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদের কথা নিয়ে কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ৯৫৬ বলে: "যারা স্বর্গে বাস করেন, তারা খ্রীষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হ'তে পেরেছেন বলে সমগ্র খ্রীষ্টমণ্ডলীকে পবিত্রতায় দৃঢ় থাকতে সাহায্য করেন... তারা আমাদের জন্য স্বর্গস্থ পিতার কাছে অনুনয় করতে ক্ষান্ত হননা। এই যে অনুগ্রহ তারা পৃথিবীতে থাকতে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থতাকারী যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে লাভ করেছেন, তা তারা অন্যদের জন্য কামনা করেন। তাদের এই ভ্রাতৃসুলভ সাহায্যের দ্বারা আমাদের দুর্বলতা বহুল পরিমাণে লাঘব হয়ে থাকে।"

সাধু ডমিনিক মৃত্যুকালে তাঁর অনুসারীদের কাছে লিখেছিলেন: তোমরা কেঁদো না, কারণ আমি মৃত্যুর পরই তোমাদের কাছে আরো বেশী সাহায্যকারী হব এবং মৃত্যুর পরই তোমাদের জন্য আমার সাহায্য বর্তমান সময়ের চেয়ে আরো বেশী ফলপ্রসূ হবে।" একইভাবে ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা তাঁর জীবনের শেষের দিকে লিখেছিলেন: আমি পৃথিবীতে ভাল কাজ ক'রে স্বর্গের সময় কাটাতে চাই।" ভক্তগণ স্বর্গ ও পৃথিবীর মণ্ডলী থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেন ও সে অনুসারে দয়ায়, বাণীতে জীবন যাপন করেন। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ২০৩০ অনুচ্ছেদে পাই: খ্রীষ্টমণ্ডলীর কাছ থেকে সে শিখে পবিত্রতার দৃষ্টান্ত এবং সর্বময় পবিত্রা কুমারী মারীয়ার মধ্যে সন্ধান পায় সেই পবিত্রতার আদর্শ ও উৎস; যারা পবিত্রতার আদর্শে জীবনযাপন করে তাদের মধ্যে সে দেখতে পায় পবিত্রতার খাঁটি সাক্ষ্যদান; সে পবিত্রতা আবিষ্কার করে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে এবং সাধু সাধ্বীদের দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে, যারা ছিলেন তার অগ্রগামী এবং যাদেরকে উপাসনা-অনুষ্ঠান স্মরণ করে সাধু সাধ্বীদের সুবিন্যস্ত পর্বচক্রে।" তাদের সাহস আমাদের সাহস দিতে পারবে, তাদের বিশ্বাস আমাদের বিশ্বাস শিখাতে পারবে।

তাই এ বিষয়ে সবার চিন্তা, তৎপরতা, আলোচনা প্রভৃতি দরকার। প্রভু যদি আমাদের দেশের জন্য কোন প্রতিপালক সাধু বা সাধ্বী চান তবে তিনি আমাদের সে পথে পরিচালনা করুন, তার জ্ঞান বুদ্ধি দান করুন। সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে সবার মধ্যে তা প্রচলন করলে সেভাবে সবাইকে অভ্যস্ত করলে সকলে প্রতিপালকের মাধ্যমে অনেকবার প্রার্থনা করতে পারতেন। এটি সবার জন্য এক ভাল বিষয় হতো। কারণ দেশে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে বাস করি, আমাদের আছে নানা সীমাবদ্ধতা এবং সেখানে আসে নানা ধরনের জটিলতা, বিশ্বাস করি সেসব ক্ষেত্রে আমাদের একতা আসবে এবং প্রার্থনায় আমরা শক্তিশালী থাকব। যেমন ভারতের প্রতিপালিকা সাধ্বী হলেন স্বর্গোন্নীতা মারীয়া সেভাবে আমাদের দেশে কোন একজনকে ঘোষণা করা, আরো ব্যাপকভাবে প্রচলন করা, বলা দরকার। আর সেজন্য আমার মনে হয় প্রথমে একজন রাখা বা থাকা দরকার এবং প্রয়োজনে এক বা একাধিক সহ-প্রতিপালক বা সহ-প্রতিপালিকা (যেমন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আছে) থাকতে পারে। এটা করা যেতে পারে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, বিবেচনা, বিশ্লেষণ প্রভৃতির মাধ্যমে। আর ভক্তগণ সেভাবে তাদের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করতে পারবেন। অবশ্য সে ক্ষেত্রে প্রথমে ভালভাবে বিভিন্ন পরিসরে ঘোষণা দিতে হবে, ভক্তমণ্ডলীকে জানাতে হবে। পরে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য কিছু নির্দেশনা, সঠিক পরামর্শ ও সহায়তা দিতে হবে; আমাদের দেশের অনেক ভক্ত সেসব ভালভাবে জানেন না। আমাদের দেশের মানুষ লৌকিকভাবে সাধুদের প্রতি অনেক ভক্তি দেখান এবং তাদের অনেকের প্রতি মানুষের টান, ভালবাসা অনেক বেশি। বার বার তাদের নাম ডাকা, তাদের পর্ব ও স্মরণ দিবস পালন করা, নভেনা করা, তাদের মূর্তি রাখা ও স্পর্শ করা, তাদের বিষয়ে পাঠ, সভা সম্মেলন, নির্জন ধ্যান, উপদেশ, আলোচনা, লেখালেখি, ছবি প্রদর্শন প্রভৃতি মানুষদের অনেক সহায়তা করতে পারবে। ভবিষ্যতে দেশের কাথলিক মণ্ডলীর জন্য কোন সাধু বা সাধ্বী ঘোষণা বিষয়ে কিছু কথা লিখতে চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশে সাধু বা সাধ্বী ঘোষণার কিছু চিন্তা, মন্তব্য, সম্ভাবনা ও প্রস্তাব: আমাদের দেশে প্রতিপালক সাধু বা সাধ্বী ঘোষণার জন্য স্বর্গোন্নীতা মারীয়া (১৫ আগস্ট), অমলোদ্ভবা মারীয়া (৮ ডিসেম্বর), ভারতবর্ষে বাণীপ্রচারক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার (৩ ডিসেম্বর), পাদুয়ার সাধু আন্তনি (১৩ জুন), আসিসির সাধু ফ্রান্সিস (৪ অক্টোবর), ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা (১ অক্টোবর), কোলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজা (৫ সেপ্টেম্বর) বা অন্য কোন সাধু সাধ্বীর নাম ও পর্ব বিবেচনার জন্য রাখা যেতে পারে। উপযুক্ত প্রয়োজন ও বাস্তবতা বিবেচনায় সারা দেশে এক বা একাধিক প্রতিপালক-প্রতিপালিকা থাকতে পারে। তবে সেখানে যেন শুধু বৈষয়িক অর্জন, মানত পূরণ/চাওয়া, মনের তুষ্টি প্রভৃতি না থাকে। কিন্তু ব্যাপক পরিসরে আমাদের দেশের, মানুষের, ধর্মবোধ, লৌকিক ধর্মাচরণ, মানসিকতা, সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় সন্তদের উদ্যোগ, জীবনাদর্শ, ধর্মকর্ম, জীবনাচরণ, অবদান, ত্যাগস্বীকার, ধর্ম প্রচারে ভূমিকা প্রভৃতি বিবেচনায় আনতে হবে। অর্থাৎ আমরা কোন বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে কাকে প্রথম স্থানে রাখতে চাই সেটা হল বড় কথা। যেমন আয়ারল্যান্ডের স্বর্গীয় প্রতিপালক হলেন সাধু প্যাট্রিক। তাঁকে এটা করা হয়েছে কারণ তাঁরই প্রচারের ফলে তাঁরই হাত ধরে সে দেশে খ্রিস্টধর্মের আগমন ঘটে। তবে আমাদের দেশের সামগ্রিক বাস্তবতায় কোন দিক বা বিষয় বিবেচনায় একজন প্রতিপালক সাধু নির্ধারণ করা যাবে সেটি হল মুখ্য কথা। আমাদের দেশের জন্য বিবেচনায় আসতে পারে বাণী প্রচার, দরিদ্র সেবা, আধ্যাত্মিকতা, সাহস, আদর্শ রক্ষা, বিশ্বাস স্থাপন, প্রার্থনাশীলতা, মিলন সমাজ, নম্রতা প্রভৃতি। যে ক্ষেত্রে বেশি

প্রয়োজন, প্রত্যাশা সে অনুসারেই গুরুত্ব বুঝে প্রতিপালক সাধু ঘোষণা করতে হবে। এর মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের এ সাধুর বিষয়ে নানা শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা দেয়া যাবে। একই ভাবে তার গুণ অনুসরণ করতেও তাদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা যাবে। আর এসবের মধ্যে আমরা সেই সাধুর মাধ্যমে আমাদের সারা দেশের জন্য অনেক প্রার্থনা করতে পারব, আর সেভাবে ছোটরাও অনেক কিছু করতে শিখতে পারবে। এভাবে দেশের ধর্মীয় পরিবেশ ও বাস্তবতায় নতুনের স্পর্শ আসতে পারবে।

ভবিষ্যতে যদি ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে সাধু ঘোষণা করা হয় তখন হতে পারে তাঁকে এদেশের মণ্ডলীর প্রতিপালক ঘোষণা করা যেতে পারে। ততদিন অপেক্ষা করা, প্রার্থনা করা প্রয়োজন যেন ঈশ্বর আমাদের ঠিক পথে চালান। সাধুদের স্মরণ করে আমরা তাদের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করি যেন আমরা উপযুক্তভাবে খ্রিস্টীয় জীবন যাপন করতে পারি। এটা দেশের জন্য মঙ্গল আনবে, আশা করি তাতে প্রার্থনায় আন্তরিকতা বাড়বে, মানুষের গভীরতা আসবে। অবশ্য বর্তমানেও দেশের ভক্তগণ কয়েকজন সাধুকে বার বার ডাকেন, অনেক ভক্তি দেখান। এটাও আরো বিশ্বাস-ভক্তির সঙ্গে করা, বার বার করা, অনেকে করা যেন যিশু যেভাবে আমাদের বিশ্বাসীগণকে চান সেভাবে এদেশে জীবন যাপন করতে পারি, তাঁর সক্রিয় ও বলবান সাক্ষী হতে পারি।

সাধু সাধ্বীদের আদর্শ ও পবিত্রতার দিকে তাকিয়ে পাপ মন্দতা জয় ক'রে প্রেম-পবিত্রতা বৃদ্ধি করতে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আশা করি এ বিষয়ে দেশের কাথলিক মণ্ডলী দ্রুত কোন পদক্ষেপ নিতে পারবেন। যিশু, কুমারী মারীয়া, শিষ্যবর্গ ও সকল সাধুসাধ্বী আমাদের সকলকে অনেক আশীর্বাদ ও দয়া নিয়ে দিন। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলের খ্রীষ্ট-মণ্ডলী বিষয়ক সংবিধানের ৫১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়: " খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের এই শিক্ষা যে, সাধু সাধ্বীদের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন শুধু বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের উপরই নির্ভর করে না, বরং আমাদের প্রেমের আরও গভীর অনুশীলনের উপর তা নির্ভরশীল। আমাদের নিজেদের এবং মণ্ডলীর মঙ্গলের জন্য, সেই সাধু সাধ্বীদের কাছ থেকে 'জীবনের দৃষ্টান্ত, তাঁদের সাথে মিলন-সহভাগিতা এবং তাদের অনুনয়ের সাহায্য' আমরা সন্ধান করি। অপরদিকে, বিশ্বাসীবর্গ যেন এ শিক্ষাও পান যে, স্বর্গীয় ব্যক্তিদের সাথে আমাদের মিলন-যা বিশ্বাসের পূর্ণ আলোকে বুঝতে হবে- কোনভাবেই পবিত্র আত্মার দ্বারা খ্রীষ্টের মাধ্যমে পিতা ঈশ্বরের কাছে অর্পিত আমাদের পূজা আরাধনা হ্রাস করে না বরং তা অধিকতর ফলপ্রসূ করে তোলে।"

উপসংহার: আমাদের দেশে সাধুতার, সাধু মানুষের অনেক দরকার আছে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলের খ্রীষ্ট-মণ্ডলী বিষয়ক সংবিধানের ৪০.২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে মণ্ডলী আমাদের প্রত্যেককে সাধুসাধ্বী হতে ডাকেন: "সকল খ্রীষ্টভক্ত.. খ্রীষ্টীয় জীবনের পূর্ণতা ও প্রেমের সিদ্ধতা লাভের জন্য আহূত।" তবে দেশের বাস্তবতা অনুসারে মণ্ডলীর পরিচালকবর্গ কর্তৃক যেন উপযুক্ত, গ্রহণযোগ্য, মানুষের মনের ভালোবাসার কোন সাধু বা সাধ্বীকে প্রতিপালক বা প্রতিপালিকা ঘোষণা করা হয়। এজন্য অনেক বিবেচনা, অধ্যয়ন, চিন্তাভাবনা, জরীপ, আলোচনা প্রভৃতি প্রয়োজন হতে পারে। তবে সাধু নাম স্মরণ, পর্ব শুধু কোন কিছু পাবার জন্য নয় কিন্তু তাঁদের ভালবাসতে, তাদের অনুসরণে কাজ করতে, তাদের মাধ্যমে অনেক প্রার্থনা করতে আর এভাবে তাদের মত হতে।

আমরা তাই আমাদের প্রতিপালক সাধু-সাধ্বীর পর্ব পালন করতে করতে, তাঁদের ডাকতে ডাকতে, তাদের শিক্ষা, আদর্শ, প্রার্থনা ও চেতনায়, ঈশ্বরের দয়ায় ও নিজেদের চেষ্টায় বহু আত্মিক ও শারীরিক দয়ার কাজ, উপবাস, দণ্ডমোচন অব্যাহত রেখে আমরা প্রত্যেকে সাধুসাধ্বী হতে চাই; যেমন প্রবাদে বলে: 'ভাল কাজ করতে করতে সাধু হওয়া যায়।' একদিন পৃথিবীতে তাঁরা অনেক কিছু পেরেছেন আজ আমরাও অবশ্যই সেসব পারব। সত্যি এভাবে প্রতিপালক সাধু বা সাধ্বীর সহায়তা ও আদর্শ নিয়ে প্রভুর বাণী পালনে সবাই আরো ভাল ও পবিত্র হলে আমাদের এ দেশ অধিক সুন্দর ও বাসযোগ্য হবে। খ্রিস্টের আত্মদান যে সৎ ও পবিত্র জীবন আহ্বান করেন আমরা প্রত্যেকে একত্রে অবশ্যই সেরূপ সাধু হতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবো। আমরা ধার্মিকতার গভীর তৃষ্ণা নিয়ে সকলে তাঁদেরই মতো অন্তরে দীন, পবিত্র, বিনয়ী কোমলপ্রাণ হব, তাহলে আমরাও একদিন মঙ্গলময় ঈশ্বর ও আলোকমণ্ডিত সাধুগণের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের ঐশ মহিমার সহভাগী হতে পারব।

(পূর্বপ্রকাশ ২০১৯ খ্রিঃ, সংখ্যা: ৪২ ও ৪৩)

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত: ১৯৬৬ খ্রীঃ, রেজি নং - ১১/৯৪

নিবন্ধন নং-১৫, তারিখ: ০১/০২/১৯৯৪ খ্রী:; সংশোধিত নিবন্ধন নং-৩৯, তারিখ: ২২/০৭/২০১২ খ্রী:, পূণ; সংশোধিত নিবন্ধন নং-০৮, তারিখ: ০১/০৩/২০২৩ খ্রী:।

গ্রাম: বড়গোল্লা, ডাকঘর: গোবিন্দপুর, থানা: নবাবগঞ্জ, জেলা: ঢাকা।

ব্যবস্থাপনা কমিটির বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২১ জুন, ২০২৬ খ্রি:

এতদ্বারা গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের সম্মানিত সদস্যদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৮ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে গোল্লা ধর্মপল্লীস্থ শহীদ ফা: ইভান্স স্মৃতি মিলনায়তনে বিশেষ সাধারন সভায় ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে সদস্যদের সরাসরি ভোটে ০১ (এক) জন চেয়ারম্যান, ০১ (এক) জন ভাইস- চেয়ারম্যান, ০১ (এক) জন সেক্রেটারী, ০১ (এক) জন ম্যানেজার, ০১ (এক) জন ট্রেজারার এবং ০৪ (চার) জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ সর্বমোট ০৯ (নয়) জন নির্বাচিত হবেন। নির্বাচন কমিটি কর্তৃক যথাসময়ে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হবে।

উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন অংশগ্রহণ করত: ভোট প্রদানের জন্য এবং বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনী কাজে সহযোগীতা করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হলো।

উল্লেখ্য যে, খসড়া ভোটার তালিকার বিষয়ে কোন সদস্যদের আপত্তি থাকলে নোটিশ প্রদানের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট তাদের আপত্তি জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে -

মি. ডানিয়েল রোজারিও
চেয়ারম্যান
গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

মি. ভিক্টর গমেজ
সেক্রেটারী
গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/১৩০/২৬

বিভিন্ন স্থানে সাধু আন্তনীর পর্ব উদ্‌যাপন

খ্রিস্টমণ্ডলীতে সাধু আন্তনী খুবই পরিচিত একটি নাম। তিনি প্রতিটি খ্রিস্টভক্ত সহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার, যিনি তার গভীর বিশ্বাস, জ্ঞান ও অসাধারণ প্রচার দক্ষতার জন্য সুপরিচিত। সবার বিশ্বাস, সাধু আন্তনী হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে পেতে সাহায্য করেন। তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানাতে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দেশ-বিদেশে তাঁর পর্ব পালিত হয়েছে ১৩ জুন বা তার কাছাকাছি সুবিধাজনক সময়ে। আর তাঁর এই পর্ব পালন নিয়ে প্রস্তুত করা হলো বিশেষ প্রতিবেদন।

নাগরী ধর্মপল্লীর পানজোড়ায় অনুষ্ঠিত হলো মহান সাধু আন্তনীর পর্ব উৎসব

গত ১৩ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, নাগরী ধর্মপল্লীর পানজোড়া গ্রামে সাধু আন্তনীর তীর্থভূমিতে অনুষ্ঠিত হলো মহান সাধু আন্তনীর পর্ব উৎসব।

তিনদিনের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির পর এই পর্ব দিবস উদযাপন করা হয়। এই পর্ব উপলক্ষে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার রিপন রোজারিও, এসজে। তার সাথে আরো উপস্থিত ছিলেন নাগরী ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ।

এছাড়াও বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত ফাদার, ব্রাদার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ সহ প্রায় ৮ হাজার খ্রিস্টভক্ত এই পর্ব উৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

খ্রিস্টযাগের উপদেশ বাণীতে ফাদার সাধু আন্তনীর জীবন-যাপন, তার ত্যাগ, দরিদ্রদের প্রতি ভালোবাসার বিষয় তুলে ধরেন।

তিনি আরও বলেন, সাধু আন্তনীর জীবনের মত আমরাও যেন ঈশ্বরের বাণী সকলের সামনে তুলে ধরতে পারি, আমরাও যেন তার জীবনের মত আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে পারি।

সাধু আন্তনীর এই পর্ব উদযাপনের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টভক্তরা মন পরিবর্তন ও সাধু আন্তনীর জীবন-যাপনকে ধ্যান করার মধ্য দিয়ে তাদের ব্যক্তি জীবনকে আরো সুন্দর করে তুলতে পারবে।

মহান সাধু আন্তনীর পর্ব, বক্সনগর

গত ১৩ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে গোল্লা ধর্মপল্লীর অন্তর্গত বক্সনগর উপধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু আন্তনীর পর্ব মহাসমারোহে পালিত হয়। নয় দিনের নভেনার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির পর বক্সনগর ও গোল্লা ধর্মপল্লীসহ অন্যান্য ধর্মপল্লী থেকে আগত বিভিন্ন খ্রিস্টভক্তরা এই পর্বীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে। খ্রিস্টযাগ শুরু হয় সকাল সাড়ে ৬টায় ও সাড়ে ৯টায়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ সাথে ছিলেন মন্সিনিয়র ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া'সহ আরো অনেকজন ফাদার। গির্জাঘরের বাইরে থেকে শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে গির্জাঘরে প্রবেশ করা হয়। এরপর সাধু আন্তনীর প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান ও ধুপারতি দেওয়া হয়।

খ্রিস্টযাগের উপদেশবাণী সহভাগিতায় বিশপ বলেন, প্রতিটি ধর্মপল্লী, গির্জা, প্রার্থনাগৃহের প্রতিপালক বা প্রতিপালিকার পার্বণ খুবই আনন্দের একটা উৎসব। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার সুন্দর একটা উপলক্ষ। আজকের দিনটি খুবই আনন্দের একটি দিন কারণ আজ আমরা আমাদের এই গির্জার প্রতিপালক আমাদের আশ্রয়স্থল সবার প্রিয় সাধু আন্তনীর পর্ব পালন করছি। সাধু আন্তনী শুধু কাথলিকদের না; তিনি সর্বজনীন সাধু। এছাড়া তিনি বলেন, আমরা দোকান থেকে বিভিন্ন কিছু কেনাকাটা করি। কারণ তা আমাদের ঘরের জন্য প্রয়োজন। ঠিক তেমনি প্রতিটি জিনিসের মত আমাদের ঘরে একটি করে সাধু-সাধ্বীদের জীবনী রাখা দরকার। কারণ আমরা তাদের জীবনী পাঠের মধ্য দিয়ে প্রেরণা পাই।

খ্রিস্টযাগের পর বিশপ বিস্কুট আশীর্বাদ করেন এবং তা খ্রিস্টভক্তদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এছাড়া যে সকল খ্রিস্টভক্তগণরা দূরদূরান্ত থেকে এসেছে তাদের জন্য বিভিন্ন বাড়িতে দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করা হয়।

তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে মহান সাধু আন্তনীর পর্ব উদ্‌যাপন

গত ১৩ জুন তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে মহান সাধু আন্তনীর পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পাল পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত গমেজ। সেই সাথে ছিলেন সহকারি পাল পুরোহিত ফাদার রিগ্যান কস্তা ও ফাদার সাগর কোড়াইয়া।

খ্রিস্টযাগের উপদেশবাণীতে ফাদার সাধু আন্তনীর জীবন নিয়ে সহভাগিতা করেন। এছাড়া তিনি বলেন, ঈশ্বরের বাণী আমাদের জীবন বদলে দিতে পারে যদি আমরা বিশ্বাস নিয়ে সে বাণী শুনি এবং তা মনে ধারণ করে সেইমত জীবনযাপন করি। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই হারিয়ে যাওয়া জিনিস এই সাধুর মাধ্যমে পেতে পারি যদি আমরা সত্যিই সেই বিশ্বাস নিয়ে আমরা খুঁজি। খ্রিস্টযাগের পর সকল খ্রিস্টভক্তরা সাধু আন্তনীর প্রতিকৃতি থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করে।

রাজশাহীর সুরশুনিপাড়ার নবনবিতে সাধু আন্তনীর পর্ব

১৩ জুন সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লীর অন্তর্গত নবনবি গ্রামে মহান সাধু আন্তনীর পর্ব পালন করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পাল পুরোহিত ফাদার প্রদীপ কস্তা, সহকারী পাল পুরোহিত ফাদার শ্যামল জেমস্ গমেজ এবং ফাদার সাগর জেমস্ তপ্নসহ চারশতের অধিক খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

সাঁন্তালী দারাম, পা ধোয়া ও ফুল প্রদানের মধ্য দিয়ে যাজকগণ ও অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন ফাদার প্রদীপ যোসেফ কস্তা এবং উপদেশ প্রদান করেন ফাদার শ্যামল জেমস্ গমেজ। উপদেশে তিনি বলেন, খ্রিস্টভক্ত হিসেবে আমরা যেন মহান সাধু আন্তনীর গুণাবলী অনুসরণ করি। আমরা যেন সাধু আন্তনীর মতো নম্র হতে পারি এবং তাঁর মতো অন্যের সাথে খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাসের সহভাগিতা করি।

মহিপাড়া মিশনে সাধু আন্তনীর পর্ব

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের মহিপাড়া মিশনের পুঠিয়া রাজবাড়ী'তে মহাসমারোহে সাধু আন্তনীর পর্ব পালিত হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগের আগে পাহাড়িয়া গান ও নৃত্যের তালে তালে গ্রামবাসী অতিথিদের স্বাগতম জানায়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগের শুরুতে সান্তালী কৃষ্টিতে নৃত্যের মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা করে

বেদীতে প্রবেশ করে। উক্ত পর্বদিনে অনেক খ্রিস্টভক্ত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে।

সাভার ধর্মপল্লীর কমলাপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হলো মহান সাধু আন্তনীর পর্ব উৎসব

গত ১২ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ধর্মীয় ভাবগাম্ভির্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে সাভার কমলাপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হলো প্রার্থনাগৃহের প্রতিপালক সাধু আন্তনীর পর্ব উৎসব। সাধু আন্তনীর পর্ব উৎসবের মহাখ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি' ক্রুজ ওএমআই। এই দিনে বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে শত শত খ্রিস্টভক্তের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পর্ব উৎসবটি পালিত হয়। পর্বে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি আন্না মিনজ।

আর্চবিশপ তার উপদেশে সাধু আন্তনীর জীবনী ও শিক্ষা ভক্তজনগণের মধ্যে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সাধু আন্তনী ছিলেন একজন উত্তম ধর্ম প্রচারক। তার জীবনী আমাদের অন্তরে ধারণ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, খ্রিস্ট বিশ্বাস ও খ্রিস্টপ্রেম ছিল সাধু আন্তনীর জীবনের বড় একটা শক্তি। যিশুর সাথে তার একটা গভীর সম্পর্ক ছিল; তাই আমাদেরও যিশুর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

খ্রিস্টযাগের পরে এমপি আন্না মিনজ'কে সংক্ষিপ্তভাবে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং তিনি বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। মাননীয় সংসদ সদস্য বলেন, আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছি বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজ এবং আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। আর আমি আমার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাবো এর জন্য আমি আপনাদের প্রার্থনা চাই। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ শেষে ঐতিহ্যবাহী গরম খিচুড়ি খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে পরিবেশন করা হয়।

হলি ফ্যামিলি চার্চ, কুয়েত সিটি মালিয়া, কুয়েত

গত ১৪ জুন কুয়েত সিটির প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত মালিয়ায় হলি ফ্যামিলি চার্চে সাধু আন্তনীর পর্ব উদ্‌যাপন কার হয়। সেখানে অবস্থানরত প্রবাসী খ্রিস্টভক্তরা পর্বটি আনন্দের সাথে উদ্‌যাপন করে। প্রতিটি খ্রিস্টভক্তরা ভক্তি সহকারে সাধু আন্তনীর মধ্যস্ততায় ঈশ্বরের আশীর্বাদ গ্রহণ করে।

কানেক্টিকাট, আমেরিকা

গত ১৪ জুন আমেরিকার কানেক্টিকাট অঙ্গরাজ্যে মহাসমারোহে ও ভক্তি বিশ্বাস সহযোগে সাধু আন্তনীর পর্ব পালন করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগের প্রারম্ভে প্রবাসী খ্রিস্টভক্তরা সাধু আন্তনীর প্রতিমূর্তি ও গানের মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা করে গির্জাঘরে প্রবেশ করে। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার টমাস। খ্রিস্টযাগের শুরুতে ফাদার বলেন, আমরা আজ আনন্দ করছি আর আমরা আনন্দ করছি শুধু আমেরিকাবাসী নয় আমরা আনন্দ করছি সমগ্র মণ্ডলীর সাথে। যে জিনিস হারিয়ে গিয়েছিল তা ফিরে পেয়ে আমরা আনন্দ করছি, আমরা স্বর্গের সাথে একাত্ব হয়ে আনন্দ করছি।

উপদেশ সহভাগিতায় তিনি বলেন, গত নয় দিন আমরা যে যাত্রা শুরু করেছিলাম এখনও আমরা সে যাত্রা করে যাচ্ছি যেন আমরা প্রত্যেকের জীবনে সাধু আন্তনীকে খুঁজে পেতে পারি। সাধু আন্তনী ছিলেন মহা ধর্মপ্রচারক। তিনি যেখানেই গিয়েছিলেন সেখানেই ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিয়েছেন।

সেন্ট ক্যামিলাস চার্চ, সিলভার স্প্রিং, মেরিল্যান্ড, ওয়াশিংটন ডিসি, আমেরিকা

গত ১৫ জুন সিলভার স্প্রিং-এর সেন্ট ক্যামিলাস চার্চে অতি আনন্দের সাথে সাধু আন্তনীর পর্ব পালন করা হয়। খ্রিস্টযাগের শুরুতে সকল প্রবাসী খ্রিস্টভক্তগণরা শোভাযাত্রা করে সাধু আন্তনীর প্রতিমূর্তি নিয়ে কীর্তন সহযোগে গির্জাঘরে প্রবেশ করে। খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন পাল পুরোহিত, সেই সাথে ছিলেন ফাদার ডমিনিক সরকার, ফাদার সাগর কোড়াইয়া এবং ফাদার তিয়াস গমেজ।

উপদেশবাণীতে ফাদার বলেন, একসাথে পথ চলতে হলে এক মন হতে হয়। আমারা প্রত্যেকেই খ্রিস্টের নামে দীক্ষিত হয়েছি। খ্রিস্টবিশ্বাসে গড়ে উঠেছি। তিনি আরও বলেন, পরিবারে স্বামী, স্ত্রী এবং সন্তান এক সাথে থাকতে পারি, এক বিশ্বসে গড়ে উঠতে পারি। যদি মতভেদ থাকে তাহলে পরিবার দূর্বল হয়ে যায়। ফলে আমাদের সমাজ এমন কি ধর্মপল্লীও দুর্বল হয়ে যায়। তাহলে যিশু আমাদের আহ্বান করেন এক সাথে পথ চলতে।

নোয়াখালী এওজবালিয়া'য় সাধু আন্তনীর পর্বোৎসব

নয় দিনের নভেনা খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে বিশেষ আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির পর গত ১৯ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালীর অন্তর্গত এওজবালিয়া'য় সাধু আন্তনীর গির্জায় অনুষ্ঠিত হলো মহান সাধু আন্তনীর পর্ব উৎসব। বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে এবং দূরদূরান্ত থেকে খ্রিস্টভক্তগণ আসেন এই পর্বীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ শুরু হয় সকাল ১০ ঘটিকায়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন গির্জার পাল পুরোহিত ফাদার পঙ্কজ পেরেরা।

খ্রিস্টযাগের উপদেশবাণীতে তিনি বলেন, আমরা আজ অনেকেই এসেছি আমাদের মনের অনেক প্রার্থনা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। আমরা সাধু আন্তনীর কাছে মানত করি মনের চাওয়া তুলে ধরি।

তিনি আরো বলেন, অনেক অনেক সাধু-সাধ্বী থাকার পরেও এই সাধুর প্রতি মানুষের ভক্তি অনেক। খ্রিস্টযাগ শেষে সবার জন্য দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করা হয়।

সাধু আন্তনী হচ্ছেন সবার প্রিয় সাধু। তিনি ১৫ আগস্ট ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের বর্তমান রাজধানী লিসবন শহরের জন্মগ্রহণ করেন। তার কর্মজীবন কাটে ইতালির পাদুয়ায়। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সাধু আন্তনী ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল, ঈশ্বর ও মানবপ্রেমী, ধার্মিক এবং দয়ালু ও দরদী এক মহান সাধু। তিনি মানুষকে ঈশ্বরের দয়া লাভ করাতে সর্বদায় সাহায্য করেছেন। দরদী হৃদয় নিয়ে তিনি দরিদ্র ও পাপীদের নিকট ঈশ্বরের ঐশভালবাসা ও দয়ার কথা প্রচার ও প্রকাশ করেছেন।

সাধু আন্তনী খ্রিস্ট ভক্তদের কাছে খুবই সমাদৃত একজন সাধু। প্রতিটি বছরই বাংলাদেশ সহ বিশ্বে বিভিন্ন দেশে এই পর্ব দিবস আনন্দের সাথে পালিত হয়ে থাকে। এই পর্ব পালনের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, ভালোবাসাও বিশ্বাস বৃদ্ধি এবং এই সাধুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ তৈরি হয়। তাই আমরা যেন সাধু আন্তনীর পাশাপাশি সকল সাধু সাধ্বীর জীবনাচরণ অনুসরণ করি ও ঈশ্বরের পথে চলি।

কৃতজ্ঞতায়: রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা, ডিসিনিউজ, স্টার মিডিয়া, বরেন্দ্রদূত, তেজগাঁও ধর্মপল্লী

আগাথা হয়েছিলেন সিস্টার তেরেজা রোজারিও আরএনডিএম

ড. ইসিদোর গমেজ

লেখার শুরুতেই আমি প্রয়াত সিস্টার তেরেজা রোজারিও এর নিকট ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কয়েক বছর আগে তাঁকে কথা দিয়েছিলাম তাঁর কাছে রক্ষিত বেশ কয়েকটি পুরানো পারিবারিক ঐতিহ্যের ছবি স্ক্যান করে লেমিনেট করে দিব। তাঁর কাছে শুনে শুনে তাঁদের পরিবারের ব্যতিক্রমী ইতিহাস লিপিবদ্ধ করব। আমাকে তিনি খুব স্নেহ করতেন এবং কথায় আস্থা রাখতেন। আমাকে বিশ্বাস করে তিনি তাঁর হাতে লেখা তাঁদের পরিবারের ইতিহাস, ফ্যামিলি ট্রি'র কপি দিয়েছিলেন। সেখানে ছোট গোল্লা গ্রামের চৌড়া বাড়ির দুই শতাধিক বছরের পূর্বপুরুষের ইতিহাস জানা যায়। তাদের পরিবারের পূর্ব পুরুষদের নাম ও বংশ পরিচয় জানা যায়। আমার জানা মতে, এরকম ইতিহাস আঠারগ্রামের আদি অনেক কাথলিক পরিবারের/বাড়ির থাকলেও কেউ সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন বলে জানা নেই। পুরাতন বান্দুরা গ্রামের বেঞ্জামিন গমেজ তাঁদের ঢালী বংশের একটি করচা করে সীমিত আকারে প্রকাশ করে গেছেন। এছাড়া বালিডিওর গ্রামের মুন্সিদের বংশ তালিকার একটা খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছিল, বলেছিলেন পলিকার্প ললিত গমেজ।

সিষ্টার তেরেজা রোজারিও আরএনডিএম
মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

সিস্টার তেরেজার ব্রতীয় জীবনকথা লেখার আগে আমি তাঁর নিজের লেখা থেকে তাঁদের চৌড়া বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করছি।

তিনি লিখে গেছেন:

আমাদের বংশের নাম চৌড়া বংশ। পদ্মা নদীর চরে যাহারা বাস করে তাদেরকে চৌড়া বলা হয়। আমাদের পূর্বপুরুষ ঢোলসুড়ার নিকট দানিজপুর চরে বাস করিত। চর ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে বা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করিবার পর তাহারা ঢাকা জিলার নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্বতী ছোট গোল্লা গ্রামে নতুন বসবাস স্থাপন করে। আমাদের চৌড়ারা বাংলার বারো ভূঁইয়া রাজাদের বংশধর এইজন্য আমাদের বংশকে সূর্যবংশ বলা হইতো। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করিবার ফলে এই সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। নবদীক্ষিত খ্রিস্টানদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং কালের গতিতে সূর্যবংশ গৌরব বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হয়। কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সময় এই বংশমর্যাদা বিচার করিয়া বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হইত। আশা করি আমাদের পরবর্তী বংশধরগণ এই সুপ্ত বংশ গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবে। কেননা শিরায় রাজবংশ রক্ত বর্তমান।

আমাদের পূর্বপুরুষ দুই ভাই এই এলাকায় চলিয়া আসে। একজন মুসলমান থাকিয়া যায়, দ্বিতীয় ভাই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। মুসলমান ভাইয়ের বংশ বর্তমান রাধাকান্তপুর গ্রামে, বুধাই চৌড়ার বাড়ি। তাহারা মুসলমান। ঐ বুধাই চৌড়ার বাড়িও আমাদের গোল্লা চৌড়া বাড়ির মত বড়। দ্বিতীয় ভাই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করিয়া ছোট গোল্লা গ্রামে বাস করেন।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রথমে হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। দিল্লীর সুলতান কুতুবুদ্দিনের শাসনকালে তাহার সেনাপতি বখতিয়ার খিলজী বাংলার পরাক্রমশালী শাসনকর্তা ছিলেন। তাহার প্রভাবে বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। আমাদের পূর্বপুরুষ মুসলমান হইয়া যায়। আমাদের ভাষা ব্যবহার তাহার প্রমাণ। যথা- নানী নানা, মামু, চাচা, চাচী খালু, ফুপা, পানি, বড় চামচ, ছোট চামচ, নামাজ ইত্যাদি। পরে ষোড়শ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ মিশনারীদের দ্বারা প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্বে ইহারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। পর্তুগীজ মিশনারীগণ আমাদেরকে বিদেশী নাম ও পদবী রোজারিও চাপিয়া দিয়া পূর্ব বংশের পরিচয় বিলুপ্ত করিয়া দেয়। এই প্রসঙ্গে, Sir Judunath Sarker's History- 1. Shersha & his time; 2. 12th Century History of Bengal এবং Missionary-দের লিপিবদ্ধ বই আছে, আমাদের শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের পড়া উচিত। এই প্রসঙ্গে আরও বহু বই আছে, পরে আমি লিখিয়া দিব।

ফ্যামিলি ট্রি চার্ট হইতে দেখিবে আমাদের বংশের তিনটা শরিক :

১. মনু চৌড়া, জানি চৌড়া, বলাই চৌড়া, ধনা, ফেলু চৌড়া এবং ইমামনগর বার ঘৈরার বাড়ির মতি, রাজা, নাগর ও তাদের সন্তানগণ;

২. যোসেফ, মর্টিনদের- জুমা চৌড়া, মেথু চৌড়া, দুখাই চৌড়া, নিকলা চৌড়া, মতি চৌড়া।

৩. আমার বাবার ঠাকুর দাদা-

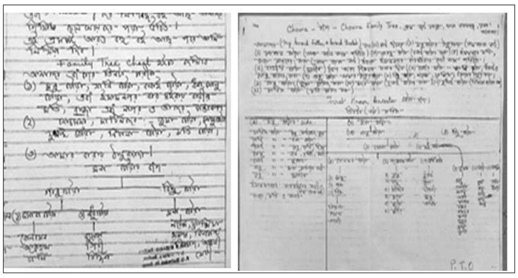

সিস্টার তেরেজা রোজারিও কর্তৃক প্রণীত ফ্যামিলি ট্রি/চার্ট

মনা চৌড়ার বংশ

	গাবু চৌড়া			বিছু চৌড়া	
সোনা চৌড়া	মধু চৌড়া			মনা চৌড়া	
কেলামন অব্রাহাম চালি	জুনেস গিরী বির্জিনা			লরেন্স, ফ্রান্সিস, টমাস ভিনসেন্ট, বিকাশ, অঞ্জলী, মেরী	

আমাদের (My Grand Father and Grand Uncle's) বারো (১২) ভাই ছিলেন। (১) মনা চৌড়ার ঠাকুরদাদা (নাম জানা নাই), (২) গোপাল চৌড়া (আগা বাউল নামে পরিচিত), (৩) লারজু চৌড়া (বলাই চৌড়ার বাবা), (৪) ইমামনগরের মতি, (ডাওইরি চৌড়া (পুত্রহীন), ইহার অংশে জিরুগো দালান ছিল। (৬) ডেঙ্গর চৌড়া- ধনাই ও ফেলু চৌড়ার বাবা, (৭) গাবু চৌড়া- আমার ঠাকুরদাদা, (৮) বিছু চৌড়া- লরেন্স, ফ্রান্সিস, ভিনসেন্ট, টমাসদের ঠাকুরদাদা, (৯) কানু চৌড়া- (জুমা চৌড়ার বাবা), (১০) মদন চৌড়া (দুলাই চৌড়ার বাবা), (১১) বুধাই চৌড়া (নিকলা চৌড়ার বাবা), (১২) মানিক চৌড়া (মতি চৌড়ার বাবা)

এরপর সিস্টার তেরেজা তাদের বংশের বিস্তারিত তালিকা (চার্ট আকারে) তৈরী

করেছেন। সেখান থেকে দেখা যায় সিস্টার তেরেজার বাবা জুনেস চৌড়ার ঠাকুর দাদার বাবার নাম ছিল মনা চৌড়া, মনা চৌড়ার দুই ছেলে, ১. গাবু চৌড়া এবং ২. বিছু চৌড়া। গাবু চৌড়ার দুই ছেলে, ১. সোনা চৌড়া ও ২. মধু চৌড়া। সোনা চৌড়ার ৩ ছেলে; ১. কেলামন ২. আব্রাহাম ও ৩. চার্লি। ওদিকে বিছু চৌড়ার এক ছেলে- নাম মনা চৌড়া। মধু চৌড়ার সন্তানগণ হলেন, ১. জুনেস, ২. গিরী, ৩. বির্জিনা।

আমরা এখন সিস্টার তেরেজার বাবার ঠাকুর দাদার বাবা থেকে তাঁর বাবা জুনেস চৌড়া অর্থাৎ জুনেস রোজারিও পর্যন্ত পূর্ব পুরুষদের পরিচয় পেয়েছি। একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, সিস্টার শুধু ছেলে সন্তান অর্থাৎ পুরুষদের বংশ তালিকায় এনেছেন।

ছোট গোল্লা গ্রামের চৌড়া বাড়ি আঠারগ্রাম অঞ্চলে একটি সুপরিচিত নাম। এই বাড়ির কৃতি সন্তান ছিলেন জুনেস রোজারিও চৌড়া। সামুয়েল রোজারিও ও রমনা রোজারিও এর জ্যেষ্ঠ পুত্র জুনেস রোজারিও ১৩ জুন ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় তিনি মা'কে হারান এবং কোলকাতায় মামার আশ্রয়ে থাকেন এবং সেখানেই তার পড়ালেখা শুরু হয়। সেন্ট আন্তনী স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে কোলকাতার সেন্ট জেভিয়ার কলেজে ভর্তি হন। তিনি ইংরেজী বিষয়ে বিএ অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেগুম বাক্কা লনিউস ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। অনার্স ডিগ্রী পাশের পর তিনি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে ব্রিটিশ ভারতের কোলকাতাতে স্টেনোগ্রাফার হিসেবে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ লাভ করেন। পরে তিনি ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ অফিসার লর্ড ব্রেবোর্ন ও স্যার রিচার্ড ক্যাসি'র একান্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের পর জোনাস রোজারিও সপরিবারে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) চলে আসেন। এখানে আসার পর তিনি একই সরকারী পদে স্যার ফ্রেডেরিক বাওরর্নী ও পরে বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের ব্যক্তিগত সহকারী পদে (ক্লাশ ওয়ান গেজেটেড অফিসার) চাকুরী করে সরকারী পেশা জীবন শেষ করেছিলেন। জোনাস রোজারিও (চৌড়ার) কর্মজীবন ও সামাজিক অবদান সম্পর্কে আলাদা করে লেখা হবে। এমননি একজন কৃতি পিতার সন্তান ছিলেন সিস্টার তেরেজা রোজারিও। সিস্টার তেরেজার জন্মদাত্রী মায়ের নাম ছিল তেরেজা ডি' রোজারিও। ২৬ জুন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতার এন্টালী এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন জোনাস ও তেরেজার দ্বিতীয় সন্তান, কয়েকদিন পর মৌলালী সেন্ট তেরেজা চার্চে বাপ্তিস্ম হলে তার নাম রাখা হয় আগাথা রোজারিও, ডাকা হতো আগু বলে। বড় বোনের নাম ছিল বিয়াট্রিস বা বিটু।

সিস্টার তেরেজারা দুই মায়ের ঘরে ছয় বোন ও চার ভাই। কলকাতা সেন্ট তেরেজা ধর্মপল্লী সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগাথা তার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। সেন্ট এ্যান সংঘের ভগ্নিদের তত্ত্বাবধানে তিনি বাল্যশিক্ষার পাশাপাশি প্রার্থনা, ধর্মশিক্ষা ও সাক্রামেন্ট গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বড়দিদি বিয়াট্রিসের সঙ্গে কলকাতা সেন্ট মেরিস উচ্চ বিদ্যালয় এন্টালী কনভেন্টে যোগদান করেন। আগাথা বাল্যকাল হতেই আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। পরিবারের এবং আত্মীয়স্বজনদের প্রার্থনাময় ভক্তি, ভালবাসা ও আদর্শের জীবন বালিকা আগাথার আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে সহায়তা করেছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত স্বাধীনতার পর দেশ বিভক্ত হয়। সে সময় পিতা জোনাস রোজারিও'র সরকারী চাকরি পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়। এই সময় বড়দিদি বিয়াট্রিস ও আগাথা প্রথমে এসএমআরএ সিস্টারদের পরিচালিত তুমিলিয়া স্কুলে এক বৎসর পড়াশুনা করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে বড়দিদি বিয়াট্রিস মাদার তেরেজার মিশনারীজ অব চ্যারিটি সংঘে যোগদান করলে, আগাথা ঢাকা লক্ষ্মীবাজারে আরএনডিএম সিস্টারদের বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়াশুনা করেন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে জোনাস রোজারিওর পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। সিস্টারের মমতাময়ী মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ২০ জানুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ছোট তিনটি ভাই ও বোনদের রেখে পরলোকগমন করেন। তখন তার ভাই-বোনদের বয়স ছিল এক বছর, পাঁচ বৎসর ও সাড়ে ছয় বৎসর এবং আগাথার বয়স ছিল তখন সাড়ে তেরো বছর। বড় দিদি কোলকাতা মাদার তেরেজার সমাজে। এই অসহায় অবস্থায় লুর্দমেরী পিউরীফিকেশন নামে একজন শিক্ষিকাকে বিবাহ করেন। বিমাতা লুর্দমেরী আগাথাদের পরিবারের দুঃখের সময়ে অসহায় পিতা ও ছোট তিন ভাইবোনদেরকে যত্নে, স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে লালন পালন করেন এবং পরিবারের জন্য এক আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় মায়ের আগমনে আগাথা জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেন। পিতা জোনাস ছিলেন আগাথার জীবনের প্রথম আধ্যাত্মিক পরিচালক। জীবন আহ্বান বাস্তবায়নে একজন যুবতী কন্যার যে সকল সুপরামর্শ, সাহস ও প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল, তার পিতা জোনাস সে সকল দায়িত্বসমূহ অতি সুন্দর, প্রার্থনাপূর্ণ ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করেন। শ্রদ্ধেয় সিস্টার তেরেজা বলতেন, "শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্মীয় আহ্বানের পথ প্রদর্শক হিসাবে পিতামাতা ও গুরুজনদের আদর্শই আমার জীবনে পাথেয়। সিস্টার তেরেজা বলতেন, "আমার স্নেহময়ী জননী অদ্যাবধি আমাকে ধর্মীয় জীবনের আমার জয়ন্তীর পালনের পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছেন। আমি তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।"

আগাথা রোজারিও (সিস্টার তেরেজা) ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর, ১৫ আগস্ট ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে আরএনডিএম সম্প্রদায়ে এ্যাসপাইরেন্ট হিসাবে যোগদান করেন। পস্টুলেন্ট হিসাবে চট্টগ্রামে যোগদান করেন ৫ জুলাই ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে। আরএনডিএম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পোশাক গ্রহণ করেন ৪ জানুয়ারি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে। আগাথা রোজারিও আরএনডিএম সংঘে প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন ৫ জানুয়ারি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। তখন তিনি তার ব্রতীয় জীবনের নাম রাখেন তেরেজা। তেরেজা ছিল তাঁর জন্মদাত্রী মায়ের নাম। শেষ ব্রত গ্রহণ করেন ৫ জানুয়ারি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে।

উল্লেখ্য সিস্টার তেরেজা রোজারিও'র দুই বছরের বড় দিদি বিয়াট্রিস ডি' রোজারিও কোলকাতা মাদার তেরেজার মিশনারীজ অব চ্যারিটি সমাজে যোগদান করেছিলেন ৮ জানুয়ারি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। তিনি শেষ ব্রত গ্রহণ করেন ১২ এপ্রিল ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে। তখন ব্রিয়াট্রিস-এর ব্রতীয় নাম হয় সিস্টার বার্নার্ড এমসি। জোনাস রোজারিও'র প্রথম দুই কন্যা সন্তানই প্রভু ঈশ্বরের আহ্বানে ধর্মীয় সংঘে যোগদান করে চৌড়া পরিবারকে গৌরবান্বিত করেছে। সিস্টার বার্নার্ড এম.সি. ১১ আগস্ট ২০০১ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতার টেংরাস্থ "শান্তিদান কনভেন্টে" মৃত্যুবরণ করেন।

সিস্টার তেরেজা রোজারিও ছিলেন শিক্ষানুরাগী। ব্রতীয় জীবনে তিনি নিজেকে ধর্মীয় কাজের পাশাপাশি শিক্ষকতার জন্য উপযুক্ত করে তুলেছিলেন। ঢাকা হলিক্রস গার্লস কলেজ থেকে তিনি ইংরেজীসহ বিএ ডিগ্রী লাভ করেন এবং তারপর বাংলাদেশ টিচার্চ ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড পাশ করেন, যা শিক্ষককতা কাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক। সিস্টার তেরেজা রোজারিও ইংরেজী ভাষায় দক্ষ ছিলেন, ইতিহাসও তার প্রিয় বিষয় ছিল।

সিস্টার তেরেজা রোজারিও তার কর্মজীবনের প্রায় পুরোটাই শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ব্রত গ্রহণের পর তিনি বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। শুরুতেই সেন্ট স্কলাস্টিকা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে, পরে কলকাতা কুইন অফ দ্যা মিশনস্ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে, এরপর পূর্ব পাকিস্তানের সেন্ট ট্রিজার জুনিয়র স্কুল পার্বত্য চট্টগ্রামে, সেন্ট ইউফ্রেজীস্ স্কুল হাসনাবাদে, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার উচ্চ বিদ্যালয় লক্ষ্মীবাজার ঢাকা,

সেন্ট থেকলার উচ্চ বিদ্যালয়-গোল্লা এবং সবশেষে তিনি মোহাম্মদপুর এস. এফ.এক্স গ্রীণহেরাল্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন। প্রতিটি স্কুলে শিক্ষকতা ও স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব অতি দক্ষতার সাথে পালনে করেছেন। তিনি ছিলেন নম্র ও স্নেহশীল। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনে শিক্ষকদের প্রতি ছিলেন উদার ও নমনীয়। সিস্টার তেরেজা রোজারিও যখন গোল্লা সেন্ট থেকলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তখন তাঁকে আমি কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। কয়েকজন শিক্ষকের কারণে তাকে খুব কষ্ট পেতে হয়েছিল। স্কুল পরিচালনা কমিটিও দুই জন শিক্ষককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। তারা ছিলেন বেপরোয়া। এরকম অবস্থায়ও তিনি অভিযুক্ত শিক্ষকদের সম্মান জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন, শ্রদ্ধেয় ---স্যার বলে সম্বোধন করেছেন। তাঁর এ ধরনের ব্যবহারকে অনেকে দুর্বলতা মনে করতেন। যতদিন তিনি কর্মক্ষম ছিলেন ততদিন তিনি পড়িয়েছেন। সবশেষে তিনি গ্রীন হেরাল্ড স্কুলে ধর্মশিক্ষার ক্লাশ নিতেন।

উল্লেখ্য সিস্টার তেরেজা রোজারিও-এর সময় হয়নি বিদেশে প্রশিক্ষণ নেয়ার বা ঘুরে বেড়ানোর। তাই তাঁর বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিল সীমিত। তবে বই পড়ে বিদেশ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের অভাব ছিল না। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সিস্টার তেরেজা রোজারিও কয়েক সপ্তাহের জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলেন পরিবারের ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মিলিত হতে। তাঁর ভাই হিউবার্ট অরুন রোজারিও'র ওয়াশিংটন ডি.সি.'র বাড়িতে ছিলেন কয়েকদিন।

সিস্টার তেরেজা বই পড়তে ভালবাসতেন, বিশেষভাবে ইতিহাস ভিত্তিক লেখা। তিনি ছোট ছোট লেখাও স্পষ্ট দেখতে পেতেন। আমাকে বলতেন, ইসিদোর তোমার কোন লেখা প্রকাশ হলে আমাকে পড়তে দিও। মারীয়ালয়ের ছোট্ট একটি লাইব্রেরীও তিনি যত্ন করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেন। যখন সিস্টার তেরেজার কিডনী সমস্যা দেখা দেয় তখন তিনি বয়ষ্ক ও অসুস্থ সিস্টারদের জন্য বিশেষ ব্লক "প্রজ্ঞালয়" এ থাকতে শুরু করেন। আরএনডিএম সিস্টারদের প্রজ্ঞালয়ে থাকা সিস্টারদের সেবা, যত্ন ও চিকিৎসা ব্যবস্থা অতুলনীয়। সিস্টার তেরেজা যখন সপ্তাহে দুই দিন ডায়োলাইসিস করান, তখনও তিনি নিয়মিত পড়ার চেষ্টা করতেন। ধীরে ধীরে তিনি হুইল চেয়ারের উপর নির্ভরশীল হলেন। আরএনডিএম সিস্টারদের একটি রেওয়াজ চোখে পরার মত- তাঁদের কোন সিস্টার মৃত্যুবরণ করার পর অন্তেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্টানটি তাঁদের চ্যাপেলে অত্যন্ত সুন্দর ও পবিত্রতার সাথে আয়োজন করা হয়। সেখানে মৃতের আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত থাকেন। পরলোকগমনকারী সিস্টারের জীবনী ও সংঘে তাঁর অবদান উপস্থাপন করা হয়। এরপর তাঁদের নিজস্ব ছোট কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। সেখানে বয়োঃজ্যেষ্ঠ ও অসুস্থ সিস্টাররাও লাঠি ভর করে, হুইল চেয়ারে বা অন্যের সাহায্যে উপস্থিত থাকেন।

সিস্টার তেরেজাও অন্তেষ্টিক্রিয়ার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন। সর্বশেষ তাঁকে দেখেছি সিস্টার নিকোলাস দেছার অন্তেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে।

৪ মার্চ ২০২৫ সিস্টার তেরেজার কক্ষে সিস্টার কার্মেল। তিনি আমাকে পবিত্র পরিবারের ছবি উপহার দেন।

২০০৭ খ্রিস্টাব্দে হতে তিনি অবসর জীবন শুরু করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তার অবসর জীবনকালে সংঘের বিভিন্ন দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে আনন্দচিত্তে পালন করে গেছেন। তিনি আরএনডিএম বাংলাদেশ প্রভিন্সের ইতিহাস ও বিভিন্ন প্রকাশনীর কাজের দায়িত্বে আত্মনিয়োগ করেন। প্রভিন্সের ১২৫ বৎসর জুবিলী ম্যাগাজিন প্রকাশের দায়িত্ব তিনি সংঘের অন্যান্য ভগ্নিদের সহায়তায় করেছিলেন। প্রজ্ঞালয় কমিউনিটির অসুস্থ ভগ্নিদের জীবনী ও আধ্যাত্মিকতা লেখা ও প্রকাশনার কাজ করার জন্য তিনিই প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যা আরএনডিএম সম্প্রদায়ের জন্য একটি অমূল্য সম্পদ হিসাবে তিনি তার পদচিহ্ন রেখে গেছেন। এছাড়াও তিনি সংঘের জন্য গান, কবিতা বিভিন্ন গুণিজনের সহায়তায় রচনা ও সুর সংযোজন করেছিলেন। প্রতিষ্ঠাত্রীর মাদার ইউফ্রেজী বারবিয়ের জীবনীর উপর ভিত্তি করে তিনি ছোট ছোট নাটিকা, জুনিয়র সিস্টার ও আরএনডিএম প্রার্থীনীদের অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছিলেন এবং মঞ্চ নাটিকা উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি এ্যাসপাইরেন্ট প্রার্থীদের ইংরেজী, ধর্মশিক্ষা এবং প্রতিষ্ঠাত্রীর জীবনী শিক্ষাদান করতেন। বিভিন্ন সময়ে 'এসো দেখে যাও' প্রোগ্রামের দায়িত্ব পালন করেছেন। মারীয়ালয় গৃহের লাইব্রেরী সংস্কারের কাজে সিস্টারের অবদান অনস্বীকার্য এবং প্রজ্ঞালয় গৃহের অসুস্থ ভগ্নিদের জন্য সপ্তাহে দুইদিন খ্রিস্টযাগ ও সাক্রামেন্ট গ্রহণের উদ্দেশে পুরোহিত নিয়ে আসার ব্যবস্থাও তিনি করতেন। অনেক সময় তিনি প্যারিসের নিকটবর্তী এলাকায় পরিবারের অসুস্থদের সঙ্গে পারিবারিক সাক্ষাৎ ও প্রার্থনায় যোগদান করতেন। সংঘের বিভিন্ন সেমিনার ও বাৎসরিক নির্জন ধ্যান সমূহ সিস্টারের আধ্যাত্মিক জীবনে পূর্ণতা লাভে সর্বদা সহায়তা দান করেছে। অবসর গ্রহণকারী সিস্টারদের দৈহিক, আধ্যাত্মিক এবং মানসিক বিকাশে আরএনডিএম কর্তৃপক্ষ যে সতর্ক দৃষ্টি দান করছেন, তার জন্য এবং তাঁদের সকল প্রার্থনাপূর্ণ সহযোগিতা, ভালোবাসা ও আশীর্বাদের জন্য তিনি দয়াময় প্রভুকে ও আরএনডিএম কর্তৃপক্ষ ও সকল ভগ্নিদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

আমরা অসুস্থ সিস্টার তেরেজাকে দেখতে প্রজ্ঞালয়ে গেলে তিনি খুব খুশী হতেন। তাঁকে কখনও তার সেবা, চিকিৎসাসহ কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট বা অতৃপ্ত দেখি নাই। হুইল চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায়ও তাঁর হাসিমুখ দেখলে প্রাণ ভরে যেত।

১৫ মে ২০০৬ তারিখ থেকে সিস্টার তেরেজার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে শুরু করে। শারীরিক অসুস্থতার মাঝেও তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞানে ছিলেন এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তার ব্রতীয় পোষাক ও সম্প্রদায়ের ক্রুশ (এমব্যালাম) প্রস্তুত করে রেখে ছিলেন যাতে মৃত্যুর পর তাঁকে তার প্রস্তুতকৃত ব্রতীয় জীবনের পোষাকটি পরিধান করানো হয়। ১৫ মে ২০২৫, রোজ বৃহস্পতিবার আসে সেই তাঁর প্রতিক্ষিত মাহেন্দ্রক্ষণ- স্বর্গের আনন্দলোকে যাত্রা। সকালে ফাদার লিন্টু আরেং ওএমআই সিস্টারকে রোগী লেপন প্রদান করেন। তারপর প্রভিন্সিয়াল সিস্টার পাঙ্কালিনা চিরান, সিস্টার সোনিয়া আন্না, সিস্টার হ্যাপি মারীয়া ও সিস্টার করুণা কস্তা সিস্টার তেরেজার পাশে থেকে তাঁর সাথে প্রার্থনা করতে থাকেন। একসময় সিস্টার তেরেজা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কি সুন্দর শান্তিময় মৃত্যু! এ ধরাধামে সিস্টার তেরেজা রোজারিও ৮৭ বছর বেঁচে ছিলেন।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার: আরএনডিএম সিস্টারস, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

ওয়াশিংটন ডি.সি. তে ভাইজি মনিমালারি সাথে (১৯৯৭ খ্রি:)

জেন-জি বিপ্লব

সিস্টার অলি তজু এসসি

বর্তমান বিশ্বে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। একদিকে নতুন দিগন্তের উন্মোচন অন্যদিকে এক বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটছে। "জেন-জি", হ্যাঁ, জেন-জি বিপ্লব। এই বিপ্লবের মহানায়কেরা হলো জেন-জি প্রজন্ম। বিশ্ব দরবারে, মিডিয়া জগতে, আনাচে-কানাচে মানুষের আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে জেন-জি। আসলে কারা এই জেন-জি? জেন-জি হলো একটি নবাগত প্রজন্ম, যেটা আমাদের নতুন মানুষ হওয়ার আহ্বান জানায়, আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রটাকে আরেকটু বাড়িয়ে তুলে। বর্তমানে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে কঠিন ও জটিল বিষয় হলো বিভিন্ন প্রজন্মকে অর্থাৎ সব প্রজন্মের মানুষগুলোকে সমন্বয়ে নিয়ে আসা। মতের অমিল, দন্ড-কোলাহ্ এসব ঘটে এই কারণেই যে বিভিন্ন কালসীমায় বেড়ে উঠা প্রজন্মকে সমন্বয়ে আনা যায় না বিধায়। নির্দিষ্ট একটি কালসীমায় অর্থাৎ ১৯৯৫-২০১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করা লোকেরাই হল জেন-জি প্রজন্ম, যাকে বলা হয়ে থাকে জেনারেশন-জেড (Generation –Z)। প্রত্যেকটি প্রজন্মের একটি কালসীমা রয়েছে, একটি শতাব্দিকে (century) ৩টি প্রজন্মে ভাগ করা যায় ৩০ বছর করে।

আজকাল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে যে পরিবর্তন ঘটছে এটির মূল কারণ জেন-জি বিপ্লব। বিশেষ করে শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও আমাদের দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণ জেন-জি বিপ্লব। আলোচিত বিশ্বে জেন-জি'রা হলো মেগা স্টার। সরাসরি ডিজিটাল প্রযুক্তির সংস্পর্শে বেড়ে ওঠা এই প্রজন্মের সুপার স্টারদের বৈশিষ্ট্য হলো তারা সচেতন ও দাবিদার। তারা তাদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও দাবি রাখে। যা রাজনৈতিক অঙ্গণে ও আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনেও এর প্রভাব ফেলছে এবং আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসটাকে চ্যালেঞ্জ করছে।

তবে সবকিছুরই ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে, ঠিক তেমনি এই বিপ্লবের পেছনেও তাই দু'টি দিক রয়েছে সেটা ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক। কেউ কেউ এই বর্তমান প্রজন্মটাকে অন্যরকম করে ভাবে। আমরা যারা এই প্রজন্মের, প্রতিদিনকার জীবনে উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে ডানে-বামে অভিজ্ঞতা করি মানুষের ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়া ও পরচর্চা। আবার কিছু কিছু মানুষ আছে যারা এটাকে গ্রহণ করে, মেনে নেয় নির্দিষ্ট কালসীমার পরিসমাপ্তিকে আর নবাগত প্রজন্মকে নয়া দিগন্তের দ্বার উন্মোচনের স্বাধীন পথ করে দেয়। আমাদের দেশে যদিও জেন-জি বিপ্লব ঘটেছে রাজনৈতিক অঙ্গনের হাত ধরে কিন্তু এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে গোটা রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে, প্রতিষ্ঠানগুলোতে এমনকি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে। জেন-জি বিপ্লব হলো একটা যুগের সমাপ্তি, নব্বই দশকের ইতি, একই ধারা-গতিসীমার পরিবর্তন, চিন্তার জগতে পরিবর্তন, নতুন সূর্যদোয়ের আর্বিভাব হতে দেওয়া আর নবীনদের জন্য স্থান ছেড়ে দেওয়া। এই যে বিপ্লব ঘটেছে এতে প্রজন্মের দোষ নয়। কেননা প্রত্যেকটি যুগে প্রজন্মের মানুষদের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যেটা নাকি প্রকৃতিগতভাবেই পেয়ে থাকে। যুগের নিজস্ব একটা গতি-বিধি পরিবর্তন থাকে। আমাদের সমাজে, রাষ্ট্রে ও পরিবারে এমন মানুষও আছে যারা চায় সম্মান, শ্রদ্ধা এবং ঐতিহ্য-রীতিনীতি গুলোকে যেন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পালন করি। প্রত্যেকটা কাজের হিসাব, নির্ভুলতা, কোথাও কোনো কমতি থাকলে বা একটু ভুল হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। এই ধরনের মনোভাবের মানুষগুলোকে আমাদের মেনে নিতে হয়, এই মনোভাবের মানুষেরা যখন বর্তমান অবস্থার দিকে তাকায় তারা কষ্ট পায়, তাদের রাগ হয়, প্রতিবাদের সুর চলে আসে, মন্তব্যের কমতি থাকেনা। এগুলি কেন হয়? কারণ তারা যে পৃথিবীকে দেখেছে সেটা বদলে গেছে, বদলে গেছে সমাজ, মানুষ, চিন্তা-চেতনা, পুরো অধ্যায়টা বদলে গিয়ে নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। তাই এই মানুষগুলি অভিমান করছে, ফেরৎ চাচ্ছে তাদের প্রথম দিনের সেই ছোট্ট পৃথিবীটাকেই। কিন্তু জেন-জিরা চাচ্ছে বিশ্বকে নতুন করে দেখতে, কোয়ান্টামে পরিণত করতে, নব্বই দশকের সাদা-কালো অধ্যায়টাকে রঙিন করে তুলতে। এই দুই প্রজন্মের চাওয়া-পাওয়ায় বিরাট পার্থক্য, পরিবর্তন, সমন্বয়ে আনা কঠিন যার কারণে তারা অধিকার, ন্যায্যতা ও বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছে। বৈষম্য শুধু সরকার ও জনগণের মধ্যে নয়, রাজনীতির মাঠে নয়, আচরণে, ব্যবহারে, কথায় ও ক্ষমতায় প্রত্যেক মানুষের সাথে অন্যায্যতা হচ্ছে। ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিগুলো অন্যদেরকে ইচ্ছার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করছে। বয়সের পার্থক্য, প্রজন্মের ব্যবধান (Generation gap) হওয়ায় এক প্রজন্ম আরেক প্রজন্মের মানুষকে গ্রহণ করতে পারছেনা। আমি যেভাবে জীবন দেখেছি ঠিক তেমন ভাবেই যদি আমি চিন্তা করি, রাষ্ট্রকে, প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করতে চাই তাহলে এখানে অমিল, দন্ড হবে। অন্যদেরকে বাক্ স্বাধীনতা দিতে হবে। যুগ পাল্টেছে, সময় এসেছে নব্বই দশকের জীবন থেকে বেরিয়ে আসার। তরুণেরা অধিকার নিশ্চিত করতে বৈষম্য দূর করতে বিপ্লবের পথে নেমেছে। একবার আমি আমার সিনিয়র একজন সিস্টারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "জেন-জি শব্দটা শুনলে আপনার কি মনে হয়?" "পরিবর্তন, কিছু কিছু সুপিরিওর অনেক বয়স্কো, এদের এখন ছাড়তে হবে দায়িত্ব, নতুন প্রজন্ম আসবে নতুন চিন্তা ও সৃজনশীলতা নিয়ে।" কথাগুলি তিনি অতি সহজ-সরল মনে বলে ছিলেন। সত্যি, বিশাল এক পরিবর্তন, বছরের পর বছর যুগের পর যুগ একই ধারা, একই গতিতে জীবন চলেনা। তাই তো জেন-জিরা বিপ্লবের পথে হাঁটা শুরু করেছে। একটি নতুন চিন্তা, উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার দরজা খুলে দেবে এবং আমাদের জীবনযাত্রাকে আমূল বদলে দেবে। খ্রিস্টের পথ ধরে পৌঁছতে হবে এই বন্ধুর পথে। মেনে নিতে হবে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে, হয়তো এভাবেই তিনি মানব জীবনের গল্পটাকে সাজিয়েছেন। জেন-জি অভিশাপ নয় আশীর্বাদ, কালের বির্বতনে এটি ঘটে থাকে। ৯

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা খ্রিস্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘ

৫১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

১০ জুলাই, ২০২৬

মাদার তেরেজা হল, তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চ

সুধী,

আমরা অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী জুলাই ১০, ২০২৬ খ্রি., শুক্রবার বিকাল ৩:৩০ মিনিটে তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চ সংলগ্ন মাদার তেরেজা হলে ঢাকা খ্রিস্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘের ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

এই উপলক্ষে আগামী জুলাই ৫, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংঘের সদস্যপদ নবায়ন ও নতুন সদস্যপদ প্রদান করা হবে। উচ্চ মাধ্যমিক ও উর্ধ্বতন শ্রেণীতে পড়ুয়ারত আগ্রহী সকল ছাত্র-ছাত্রীকে ঢাকা খ্রিস্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘের কার্যালয় থেকে (প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮ টা পর্যন্ত) সদস্যপদ গ্রহণ ও জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন - এ সংঘের সকল সদস্য-সদস্যা ও প্রাক্তন কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে ও শুভেচ্ছান্তে,

ম্যাক্সিলীন ক্যাথারিন গমেজ	নিপুণ থিওটোনিয়াস রোজারিও
সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা খ্রিস্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘ	ঢাকা খ্রিস্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘ
মোবাইল: ০১৬১৯২৯৫০০০	মোবাইল: ০১৬০৫২৯৬৪৯৫

বিপ্র/১৩১/২৬

কনে দেখা

সুনীল পেরেরা

চৈত্রের কাঠফাঁটা রৌদ্র দগ্ধ দুপুর। চারিদিকে চন্মনে রোদ ঝনঝন করছে। ভয়ংকর গরমে কেমন একটা অশরীরী অলৌকতা খা-খা করছে। বাতাস নেই। গাছপালা ঠায় দাঁড়িয়ে অনড়। পাতারা ধূলি ধূসরিত হয়ে ঝিমুচ্ছে। পথের ধারে চোরাকাঁটার জঙ্গল। মাঝে মাঝে সামান্য দমকা হাওয়ার ধূলো উড়ছে কুন্ডুলি পাকিয়ে। কাছে পিঠে কোন লোকালয় নেই। তিন দিকেই বিরান মাঠ ধূ-ধূ করছে। নিষ্করুণ আকাশের উতলা তাপে প্রকৃতি ফেটে চৌচির। পানির জন্য কেবলই হাহাকার। ফসল কাটা বিরাণ মাঠে ঝুরো কুঁড়ুচ্ছে কয়েকটি মেয়ে।

অপরিচিত এ গ্রামে নতুন এসেছি। বুদ্ধিমানের মত মোবাইলটা ভুল করে ঘরে রেখে এসেছি। আরও একবার এমনটা হয়েছিল। মাছ কিনতে গিয়ে ওখানেই ফেলে এসেছিলাম। দোকানি পূর্ব পরিচিত ছিল বলে পরে মোবাইলটা ফেরৎ পেয়েছিলাম। জেলেকে বারবার ধন্যবাদ দিলাম।

একটা বড় বাজারে লোকজনের সাথে আলাপ করে জানা গেল আর পাঁচ কিলো গেলেই ঐ গ্রাম। পর পর দুটো বড় বিল পার হতে হবে। বিলের মধ্য দিয়ে কাঁচা পাকা রাস্তা একদম নদীর ঘাট পর্যন্ত গিয়ে শেষে হয়েছে।

নদীর ঘাটে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই একটা লোক অদূরে একটা গ্রাম দেখিয়ে বলল, ঐ গ্রামটার শেষে মাথায়। কত দূর হবে? জানতে চাইলে তড়িৎ উত্তর, এই তো দুই তিন কিলোর কাছাকাছি হবে।

প্রচণ্ড রোদে ছাতা মাথায় ঘামছি। সামনে শুকনো খালের উপর নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো। বেশ কাঁপাকাঁপি করে সাঁকো পার, হলাম। মোড় ঘুরতেই দেখা গেল একটা গেরস্থ বাড়ি। মাটি লেপন করা ঘরগুলো বৈষ্ণবের আশ্রমের মত দেখাচ্ছে। মাটি থেকে একটু উচুঁতে দাওয়া। দাওয়ার খেজুর পাতার পাটির উপর একটা ন্যাড়া কাঁথা পড়ে আছে। পাশে তেলচিটে বালিশ। ভিটার এক পাশে একটা আম গাছ। গাছের ছায়ায় মাদুর পেতে বসে আছে এক বুড়োঠাকুর। গরমে ঘামছে। গামছা দিয়ে এপাশ ওপাশ করে বাতাস করছে। ঘরের চালে মুঠো কাক পাশাপাশি বসে রোদ পোহাচ্ছে। বুড়োর মুখে বেপরোয়া দাড়িগোঁফ ছেয়ে রয়েছে। ছয় সাত বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে বাটিতে কিছু চাল ভাজা আর মগ ভর্তি লিকার চা নিয়ে এলো। ফোকলা মুখে লোকটা ফকফক করে চাল ভাজা চিবুচ্ছে আর ফড়ড় ফড়ড় শব্দ করে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। লোকটার চোয়াড়ে মুখটা একবারে মৃতের মত বিবর্ণ দেখাচ্ছে। যেন মৃত্যু জীবিত হয়ে তার চারপাশে অবিরাম ঘুরছে। হঠাৎ করেই তার গতি থামিয়ে দিয়ে বলবে, চলো এবার, তোমার চলে যাবার পালা। আসলে মৃতের আসরে জীবিতরা বড়ই অসহায়।

দ্বিপ্রহরের নির্জন বাগানে উদাস কণ্ঠে ঘুঘু ডাকছে ক্রমাগত। একটা কাঠঠোকরা সশব্দে নারকেল গাছ ফুটো করছে। বাড়িতে হয়তো মাংস রান্না হচ্ছে অথবা ছ্যাঁকা তেলে মাছ ভাজছে। কেমন ক্ষিধে ক্ষিধে গন্ধ বেরুচ্ছে। একটা কামিনী ফুলের গাছে ফুল ফুটেছে। বাড়িটা যেন একটা কুঞ্জবন।

আমি এগিয়ে উঠুনে যেতেই বুড়ো লোকটা ভুরু কুচকে টেরিয়ে তাকালেন। তারপর গলায় বেশ জোর করে এক ধরনের কাশি দিলেন। অনেকটা গলা খাকারির মতো। এতেই অন্তপুরের মহিলারা সচেতন হয়ে মাথায়, বক্ষদেশে আঁচল তুলে দেয়। বাড়ির শাসন, অনুশাসন সবই তাদের জানা।

আমি কিছু বলার আগেই ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন, কারে খোঁজতাছেন? যদু গায়েনের বাড়ি বলতেই বুড়ো পাল্টা প্রশ্ন করলেন, যদু গায়েন আপনের কী হয়? বুঝলাম আমার পরিচয়, আসার কারণ ব্যাখ্যা করে ছাড়া সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে না। গ্রামের লোকজন শহরের লোক দেখলেই তার গুষ্টির খবর নিতে আগ্রহী হয়। অগত্যা আমার হলে হিস্ট্রি সব খুলে বলতে হলো।

আমার পরিচয় দিতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন প্রকৃতির মত সচ্ছল দীর্ঘাঙ্গী এক যুবতি। কাঁধে সাস্থ্যবতী ভ্যানিটি ঝুলছে। কপালের এক পাশে উড়ন্ত একগুচ্ছ চুল, মটর শুঁটির ফুলের মত গাঢ়ো নীল চোখ, গায়ে স্লিভলেস স্যান্ডো ব্লাউজ, পায়ে চটপটে সেন্ডেল। অনুসন্ধ্যানী নীল চোখে গোল্ডফ্রেমের চশমা। ভরাট গোল চাঁদের মত মুখ। টাটকা ফোঁটা ভিজে গন্ধরাজের ন্যায় গায়ের রং।

মেয়েটি একটা প্লাস্টিকের টুল এগিয়ে দিয়ে বাতাসের সুরে বলল, বসুন। এবার বুড়োর সাথে চোখ চলাচলি করে একটা গোপন ইশারায় কি একটা বলল।

আমি বসতেই সেই বাচ্চা মেয়েটি বাটিতে করে কাঁচা আমের ভর্তা নিয়ে এলো। হাতে নিতেই বলল, মিষ্টি আমের ভর্তা, ঠাকুমা সবটা খাইতে কইছে। অগত্যা আমের ভর্তা মুখে দিতে হলো। প্রচণ্ড গরমে এমন টেস্টি খাবার খুবই ভালো লাগল।

এবার মেয়েটি মোলায়েম কণ্ঠে বলল, আমার দাদু এ গায়ের মাথা। গ্রামের নাড়ি নক্ষত্র সবই তার জানা। আপনি তার কাছে গায়েনের সব কিছু জানতে পারবেন। মেয়েটির নাম ইন্দ্রানী। বড় একটা এনজিওতে উচ্চ পদে দায়িত্ব প্রাপ্ত। ছুটির দিন তাই মামার বাড়িতে এসেছে দাদুর সাথে গল্প করতে।

ইন্দ্রানী বলল, আপনি যে বাড়িতে যাবেন এখন কেউ থাকে না। বাড়ির কর্তা বিদেশে থাকে। কাড়ি কাড়ি টাকা পাঠায়। মা-মেয়ে খায় দায় আর রূপচর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মোবাইল তাদের দিনরাত্রির সঙ্গী। কিশোর বয়সের ছেলেটা অকালে খারাপ হয়ে গেছে। কতই'বা বয়স, চৌদ্দ পনেরো হবে। সবে হাই স্কুলে শেষ প্রান্তে। এরই মধ্যে তিন জনের সাথে প্রেমে জড়িয়েছে। মার তেমন শাসন নেই। একমাত্র ছেলে আদরে আদরে আর মানুষ হলো না। ক'দিন আগে এক মেয়ে এ বাড়িতে এসে উঠেছে। এতদিন ছিল ফোনে ফোনে প্রেম। এবার একেবারে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হাজির। মেয়ের শেষ কথা, সে ফিরে যাবার জন্য এ বাড়িতে আসেনি। অনেক দেন দরবারের পর মেয়েকে বুজিয়ে শুজিয়ে বাড়িতে পাঠানো হলো। সে রাতেই দু'জনে পালাতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। অবশেষে থানায়।

এতক্ষণ থ' হয়ে শুনছিলাম এক পরিবারের করুণ পরিণতি। ইন্দ্রানী একটু ইতস্ত করে পুনরায় যা বলল তাতে আমার আর এখানে এক মুহূর্ত ও থাকার ইচ্ছে হলো না। অর্থাৎ মায়ের আসকারা পেয়ে কলেজ পড়ুয়া মেয়েও সর্বনাশের শেষ মাথায়।

আশ্চর্য! ঐ মেয়ের জন্যই আমার এখানে আসা। গায়ের বাড়ির মালিকের সাথেই আমার মামা একসাথে চাকরি করেছেন অনেক বছর। মা অনেকটা জোর করেই আমাকে পাঠিয়েছিলেন। আমি প্রান্তিক চাষীর সন্তান। লেখাপড়া শেষ করার পর এখনো চাকরি হয় নি। তাই মামা বললেন, মেয়েটা দেখে আয়। ওর বাপ আমার বন্ধু। ছেলে মেয়ে দু'জনকেই সাজিয়ে দেবে। বিয়ের যাবতীয় খরচ সেই দেবে। চাইলে ছেলেকে ব্যবসার জন্য পুঁজিও দেবে নগদে।

আর কাল বিলম্ব না করে ওঠে আসতে চাইলাম, ইন্দ্রানীর আসতে দিল না। তার দাদু তো উঠতেই দেয় না। ইন্দ্রানীর সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও নাতি বানিয়ে রসের গল্প শুরু করে দিল।

অবশেষে ইন্দ্রানীর আবদার রাখতে কিছু খেতেই হলো। সামান্য শাক-ডাল আর একবাটি দুধের সাথে গাছের কলা।

এর এক সপ্তাহ পরেই মামা এলেন বিয়ের কথা পাকাপাকি করতে। মামাকে বললাম, বিয়ে আমি করব, তবে গায়েন বাড়ির সেই মেয়ে নয়, পাশের বাড়ির মেয়ে ইন্দ্রনীকে। মামাকে সব কথা খুলে বললাম। বিস্ময়ে মামার চক্ষু কপালে। বন্ধু হয়ে এতবড় প্রতারণা!

অবশেষে ইন্দ্রানীর সাথেই আমার বিয়ে ঠিক হলো। মাস খানেক পরেই বিয়ে। ৯

উন্নয়ন ভাবনা

৩৩

ডক্টর ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি

আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব: নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণ

বাংলাদেশ খ্রিস্টান সমবায় সমিতিসমূহের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় পর্যায়ে ফেডারেশন 'দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ লিমিটেড' সংক্ষেপে 'কাক্কো লিঃ' নামে পরিচিত। কাক্কো লিঃ'র নবনির্বাচিত ব্যবস্থাপনা পর্ষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ১৯ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জের মঠবাড়িতে কেএসবি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজন করা হয়েছে। পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ শপথ গ্রহণ করেন। চ্যাপলেইন হিসেবে পবিত্র খ্রিস্টযাগে ধর্মোপদেশের কিছু বিষয় এখানে সহভাগিতা করা হয়েছে।

খ্রিস্টেতে সমবায়ী নেতৃবৃন্দ, আজ আমরা একত্রিত হয়েছি বিশেষভাবে আমাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'কাক্কো লিঃ'র নেতানেত্রী-কর্মকর্তাদের সমর্থন ও ঈশ্বরের আর্শীবাদ প্রার্থনা করতে। সেই সাথে উপস্থিত যারা আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতৃত্বের আসনে আছেন, আপনাদেরকে আন্তরিক সমবায়ী শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আপনারা খ্রিস্টসমাজে অর্থনৈতিক অগ্রগতি, কর্মসংস্থান এবং উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাই আপনাদের নেতৃত্ব শুধু অর্থ কেনাবেচার একটি ব্যবসা পরিচালনা নয়, বরং সমাজের সেবা, ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি সেবা-দায়িত্ব। আজকের এই সময় আমরা নেতৃত্বের নৈতিক দায়িত্ব, আর্থিক ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণের দিকে দৃষ্টি দিতে চেষ্টা করবো।

১. নেতৃত্বে আশাময় ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ

একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বলেছিলেন- মানুষের পথ ধরে চলো, তাহলে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যাবে; ঈশ্বরের পথ ধরে চলো, তাহলে মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবন ও মঙ্গলবাণী ঘোষণা শুধু ঈশ্বরের পথে চলার বিষয় নয়, বরং ন্যায্যতা বা মানবিকতার পথে চলার বিষয়ও। পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে, যে বিশ্বস্ত সে অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত, আর যে অন্যায় করে সে অল্প বিষয়েই করে *(লূক ১৬:১০)*। অর্থাৎ, সৎ ও বিশ্বস্ত নেতৃত্বই প্রকৃত নেতৃত্ব। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান মানে শুধু মুনাফা নয়, এটি হলো মানবকল্যাণ, কর্মসংস্থান, এবং সামাজিক দায়িত্ব। ব্যবস্থাপনা শিক্ষার গুরু মি. পিটার ড্রুকার বলেছেন, মুনাফা নয়, সেবাই ব্যবসার লক্ষ্য হওয়া দরকার, তবেই মুনাফা নিশ্চিত হবে। যখন একজন নেতা সঠিক সিদ্ধান্ত নেন, সৎভাবে প্রতিষ্ঠান চালান, তখন অসংখ্য মানুষের জীবন আশীর্বাদপূর্ণ ও আশাময় হয়ে উঠে। পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, তবে এটাও আমাদের আধ্যাত্মিকতারই একটি অংশ, এটি ভ্রাতৃপ্রেমেরই অনুশীলন (লাউদাতো সি, ২৩১)।

২. অর্থ লেনদেনের উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ

প্রথমেই মনে রাখতে হবে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের প্রতিভা, সুযোগ ও সম্পদ দিয়েছেন কেবল আমাদের ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির জন্য নয়, বরং বৃহত্তর সমাজেরও কল্যাণের জন্য। প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও মুনাফা অর্জনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত, নীতি ও পদ্ধতি যদি নৈতিকতা ও সততার ভিত্তিতে না হয়, তবে সে প্রতিষ্ঠান কেবল বাহ্যিকভাবে শক্তিশালী, সে লাভ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। একদিন সবকিছুর জবাব দিতে হবে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে। বাইবেল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়- সব কিছুর মূলে টাকা-পয়সার লোভই সকল অনিষ্টের মূল *(১ তিমথি ৬:১০)*। ক্রেডিট ইউনিয়নের জনক রাইফাইসেন বলেছেন, আর্থিকভাবে বিত্তশালী হওয়া জীবনের লক্ষ্য নয়, বরং সুখী-শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে অর্থ মাধ্যম মাত্র। তিনি আরো বলেছেন, ক্রেডিট ইউনিয়ন মাত্র ঋণদান প্রতিষ্ঠান নয়, বরং জীবনের মূল্যবোধ জাগ্রত করার স্কুল।

৩. অর্থনৈতিক নেতৃত্বে মানবিকতার বিকাশ

একজন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নেতা কেবল মুনাফা বৃদ্ধির জন্য নয়, বরং সমাজের প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে, কর্মসংস্থান তৈরিতে, সুশাসন ও সুস্থায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর্থিক প্রতিষ্ঠান 'মানবতার প্রতিচ্ছবি' নিয়ে এগিয়ে যাওয়া দরকার। পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন- "অর্থনীতি এমন এক প্রক্রিয়া হওয়া উচিত যা মানব মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং সকলের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে।"

৪. খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব বহুবিধের মাঝে একতা

চলমান বিভেদের যুগে মাণ্ডলিক সামাজিক শিক্ষা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মণ্ডলী অভিন্নতা বা একরূপতার উপর নয় বরং খ্রিস্টের ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। কিছু কিছু বিষয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে এমনকি ন্যায়সঙ্গত দ্বন্দ্বও হতে পারে কিন্তু তখনও গণমঙ্গলের ভাবনায় বিভক্তির চেয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়। তাতে খ্রিস্টের প্রতি ভালোবাসা এবং সুসমাচারের প্রতি বিশ্বস্ততা ও অঙ্গীকার সুদৃঢ় হয়। আমরা সকলে একই খ্রিস্টের দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ এবং আমাদের একে অপরকে প্রয়োজন। মণ্ডলীতে নেতৃত্ব ক্ষমতার বিষয় নয়, বরং সেবা, খ্রিস্টের উপর বিশ্বাস ও আস্থা এবং ভালোবাসার বিষয়। তাই বিশ্বাস ও আশায় বেড়ে উঠতে, অনুতপ্ত হতে এবং নম্রতার সাথে নেতৃত্ব দিতে মাণ্ডলিক পরম্পরা ঐতিহ্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

৫. জুবিলীবর্ষে বিনিয়োগ ও ঋণদান পুনর্নবায়ন

সমবায় সমিতিতে ঋণ কার্যক্রম, বিনিয়োগ ও পুঁজিবাজারের সাথে জড়িত। মনে রাখতে হবে, ঋণ দেয়া যেন কারো দুর্দশা বাড়ানোর কারণ না হয়। ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজের ঋণগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে ঋণমুক্ত করতে, কিন্তু বর্তমানে খ্রিস্ট সমাজের একটি বিরাট অংশ ঋণগ্রস্ত হয়ে পরেছে। মণ্ডলী ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষকে জুবিলী বর্ষ ঘোষণা করেছে আর এ বছরটি পবিত্র বাইবেলে ঋণমুক্তির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের আলোচনায় এবিষয়টি কতটুকু গুরুত্ব পাচ্ছে তা ভাবনার বিষয়। সমবায় সমিতিতে ঋণমুক্তির তীর্থযাত্রা হিসেবে কয়েকটি বছর নির্দিষ্ট করে ঋণ গ্রহণ উদ্দেশ্য, খেলাপীঋণ বিষয়ক আলোচনা ও মূল্যায়ন, বর্তমান ঋণনীতি পুনর্নবায়ন ও ঋণমুক্ত খ্রিস্টসমাজ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারি। বাইবেলে বলা হয়েছে, ধনী যেন দরিদ্রের উপর অত্যাচার না করে (প্রবচন পুস্তক ২২:২২-২৩)।

৬. পেশাদারি নেতৃত্ব অনুশীলনে মণ্ডলী গঠন

আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির বৈচিত্র্যের বন্ধনও আছে এবং যত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও দায়িত্বের উদ্দেশ্য মণ্ডলীগঠন *(এফেসীয় ৪:৭-১৬, ১১-১২)*। আজকের দিনে অর্থনৈতিক নেতৃত্বকে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আর্থিক

জালিয়াতির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে অবস্থান নিতে হবে। প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় করতে হলে 'সততা, স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা' নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির মধ্যে যারা থাকে, তারা সাময়িক লাভবান হলেও তাদের পতন অনিবার্য। যিশু বলেছেন, মানুষ সারা জগত অর্জন করলেও যদি তার প্রাণের ক্ষতি হয়, তাতে তার কীই বা লাভ হল? *(মার্ক ৮:৩৬)*

৭. সবুজ অর্থনীতিতে পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ

আধুনিক আর্থিক নেতৃত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো সবুজ অর্থনীতির প্রতি যত্নবান হওয়া। বিনিয়োগ করতে হবে এমন খাতে, যা পরিবেশের ক্ষতি না করে, বরং পরিবেশ সুরক্ষা করে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে দেশ ও বিশ্বকে বাঁচানোর জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সহায়তা অপরিহার্য।

পরিশেষে, নেতৃত্ব কেবল ক্ষমতা নয়, বরং নেতৃত্ব মানেই সেবা। প্রিয় নেতৃবৃন্দ, আমরা এই বার্তাটি অন্তরে রাখি- আপনারা সমাজের নিকট, ঈশ্বরের নিকট দায়বদ্ধ। যাদের ক্ষমতা আছে, তাদের অন্তরে মমতাও থাকতে হয়। আপনাদের মাধ্যমে যেন কর্মক্ষেত্রে সততা, ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় যা পোপ লিও চতুর্দশ তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশে আহ্বান করেছেন। পিতা ঈশ্বর আপনাদের সকল সিদ্ধান্তে জ্ঞান, বিবেক, ও কৃপাধারা বর্ষণ করুন। বর্তমান সমাজে সত্যিই এসময়ে অনেক 'আদর্শ নেতা' খুবই প্রয়োজন। তাই আসুন আমরা সবাই মিলে পিতা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি-

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি সকল জ্ঞান ও বিচক্ষণতার উৎস, তোমার অনুগ্রহ আশীর্বাদ নেতানেত্রীদের উপর বর্ষণ কর। আমাদের হৃদয়ে সৎ উদ্দেশ্য ও ন্যায়পরায়ণতা দান কর, আমরা যেন গরিব, দুর্বল, ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক মানুষের কল্যাণের কথা সর্বদা অন্তরে ধারণ করতে পারি। আমাদের সিদ্ধান্ত যেন ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা ও গণমঙ্গলের জন্য হয়। আমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব, মানবিকতা ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের চেতনা জাগ্রত কর। সেবাকাজের মাধ্যমে যেন সমাজে শান্তি ও ন্যায়ের বিকাশ ঘটাতে পারি। বিচ্ছিন্ন-বিভেদ নয় বরং একতা ও ভালবাসা দিয়ে আশাময় ধরিত্রী বিনির্মাণ করতে পারি। তোমার করুণা ও প্রজ্ঞা দিয়ে আমাদের কর্মপথ পরিচালিত কর, যেন আমরা বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করি, এবং সকল মানুষের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারি। এই প্রার্থনা করি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে- আমেন। ❑

(০৫ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

ভিতর দক্ষিণ প্রান্তে। গ্রোটো সংলগ্ন পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে পবিত্র বেদির নানা সরঞ্জাম রাখা হতো এবং তা দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করতো সিস্টার ও ছোট সেবকেরা। এখনকার তুলনায় আগে সাধু আন্তনী পর্ব তত জাঁকজঁমক করে হতো না। ভক্তি শ্রদ্ধার পর্বের পবিত্র খ্রিস্টযাগে ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার ও জনতা মাটিতে চাটায় বা পাটের চটে বসতো। কেবল পবিত্র খ্রিস্টযাগে পুরোহিত ফাদার চেয়ারে বসতেন। বিভিন্ন গ্রাম হতে পর্ব উদ্‌যাপন কমিটি মণ্ডপ চাঁদোয়া সংগ্রহ করে এনে ছাঁদনাতলা দিত। তাতে ব্যক্তি বিশেষ বা সংঘের নাম লিখা থাকতো, আমরা তা পড়ে নিতাম মাথা ঘুরিয়ে। জনতা গ্রোটোর সামনে, সিস্টার বাড়ি ও আন্তনীর চ্যাপেলের প্রবেশ স্থানেই ভক্তি নিয়ে পবিত্র খ্রিস্টযাগে পবিত্রভাবে অংশ নিত। আমার খুব মনে পড়ে প্রয়াত ফাদার পল এ গমেজ (সাভার) ও প্রয়াত ফাদার মুন্সিনিয়র পিটার গমেজ (মেনি, রাঙামাটিয়া), প্রয়াত ফাদার জেরুম মানখিন, ফাদার উইলস সিএসসি; এমন কয়েকজনই ঘুরে ফিরে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতেন। বর্তমানের ন্যায় একাধিক বিশপ, কার্ডিনাল ও ভাটিকান রাষ্ট্রদূত থাকতো না। হাতেগোনা কয়েকজন ব্রতধারীরা উপস্থিত হতো। পর্বের দিন দুইটি পবিত্র খ্রিস্টযাগে জনগণের অংশগ্রহণ যে খুব বেশি হতো এমন নয়। আগে কোন পাকা ওয়াল ও স্কুল গেট ছিল না। তাই জনতা বিভিন্ন দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে পারতো। তবে প্রধান তোরণ ছিল প্রধান হিসেবেই। তৎকালীন প্রধান আকর্ষণ পবিত্র খ্রিস্টযাগের মণ্ডপ আসর ও চ্যাপেল গির্জা ফাদার ও সিস্টার বাড়ির ফুল দিয়ে সজ্জিত করা হতো। তবে স্থানে স্থানে আদি রঙিন কাগজের জালট ও নিশান দিয়ে চত্বর সাজানো হতো। তখন কোন পেশাধারী ব্যক্তি দিয়ে সজ্জিত বা মানতকৃত ব্যক্তি দিয়ে সজ্জিত করা হতো না। দামী ও উন্নত ফুলসহ সরঞ্জাম কিনা হতো না। ডেকোরেশন ও ই-ম্যানেজম্যান্ট প্লাস্টিক ফুল ও রঙিন কাপড়ের ডিজাইন প্যান্ডেলসহ সজ্জিত করার কল্পনা ছিল দুর্লভ। চটের ঘেরা দিয়ে অস্থায়ী পায়খানা বানানো হতো। মানতের শান্তির প্রতীক কবুতর উড়ানো হতো এবং স্থানীয় ছোট ছেলেরা তা ধরার জন্য ব্যস্ত হতো। তবে স্মার্ট ও ডিজিটাল সময়ে এসেও এখনও স্থানীয় ছেলেরা শৃঙ্খল ভঙ্গ করে হলেও শান্তির প্রতীক ধরতে মরিয়া হয়। পবিত্র মঞ্চ হতে মাইকে হারানো বিজ্ঞপ্তি হতো না। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর পরই মানতের আশীর্বাদিত বিস্কুট কমিটি নির্দিষ্ট স্থানে বিতরণ করতো। নেওয়ার কাড়াকাড়িতে সে বিস্কুট গ্রহণে অনেক হট্টগোল হতো। এমনও নজির ছিল হাতাহাতি পর্যন্ত হতো। একান্ত পরিতাপের বিষয় বর্তমান স্মার্ট সময়ে ডেকে ডেকে পবিত্র বিস্কুট বিতরণ করেও অনেককে নিতে দেখা যায় না। ডিজিটাল যুগে উন্নত যানবাহনের ফলে বিদেশসহ দেশের প্রায় সকল স্থান হতেই পানজোড়ার সাধু আন্তনীর তীর্থে উপস্থিত হন সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে।

তৎকালীন পায়ে হেঁটেই তীর্থের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতো। নিরাপত্তার জন্য সরকারী সহায়তায় পুলিশ বাহিনীকে ডাকা হতো না। আর এখন দুই হতে তিনশত পুলিশের উপস্থিতিতে সর্ববৃহৎ খ্রিস্ট ধর্মীয় জমায়েত হয়। অনেক মানুষের উপস্থিতির কারণে কৃত্রিম স্কিনের পর্দায় চোখ রেখে ভক্ত জনগণ পবিত্র খ্রিস্টযাগের প্রার্থনায় অংশ নেন। চোখে পড়ার মতো দৈহিক সাজের রঙিন পোশাক গহনার বাহার ছিল না। ছিল না মুঠোফোনের ফ্ল্যাশের ঝলকানি। এখন অতিরিক্ত মুঠো ফোনের উপস্থিতিতে নেট আউট হয়। আগে হাতেগোনা ব্যক্তিগত কয়েকটা ক্যামেরা দেখা যাইতো আর এখন ক্যামেরা ও ভিডিও হাতে হাতে। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সংবাদ কর্মী থাকতো সময় ক্ষেপণে আর এখন নির্দিষ্ট স্থান করে দেওয়া হয় গণমাধ্যমের জন্য। পর্বীয় কর্তাদের আগে কেউ দেখতো না আর এখন তাদের জন্য বিশেষ স্থান থাকে যেমনটি আছে অসুস্থসহ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। প্রয়াত ফাদার ফ্রান্সিস পালমার প্রেরণায় এখন নাগরীর ধর্মপল্লীর ঘরে ঘরে চেনা-অচেনা তীর্থে অংশগ্রহণকারীদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আন্তরিক আপ্যায়ন চলে। সেকালের ও একালের অর্ধাংশের বিশ্বাসের পুকুর হতে ভেসে ওঠা পাথর (পাটা আকৃতি) বিশ্বাসে এখন প্রতিবছর রং করে রাখা হয় জনতার দেখার জন্য। কারণ বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। তবে "বিশ্বাসের একটি বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে"।

অদৃশ্য স্রষ্টা ঈশ্বরকে একান্ত দৃঢ় বিশ্বাস করেই নিজ নিজ ধর্মের অনুশাসন পালন করেই ধর্ম-কর্ম করি আমরা মানবেরা। অতীত বিশ্বাস হতে ভক্তরা ধারাবাহিক অধিক বিশ্বাসে আজও স্থির থেকে পানজোড়াকে জাগ্রত রূপে গ্রহণ করে চলেছে। কেননা বিশ্বাসই হচ্ছে জীবনের শক্তি ও গতিময়তা।

জীবন শক্তি আরোহণে ভক্তপ্রাণ বিশ্বাসী আজ ধর্ম ভক্তি নিয়ে তীর্থভূমিতে আহূত অতীতের চেয়ে বিপুল আগ্রহ নিয়ে অংশ নিতে। বিশ্বাসী আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস করে এ পবিত্র তীর্থভূমি হতে কেউ ফিরে না খালি হাতে। পানজোড়ার তীর্থভূমি অতীত থেকে এখনো এবং সবসময় সব মানুষের মিলন, বিশ্বাস ও ভালোবাসার মিলনকেন্দ্র হয়ে ওঠুক। ৯

হিট স্ট্রোকের আগে শরীর যেসব সংকেত দেয়

গরমের সময় আমাদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘাম হওয়া জরুরি। কিন্তু অতিরিক্ত গরমে পানিশূন্যতা হলে ঘামার প্রক্রিয়াটি বাধা পায়। ঘামের মাধ্যমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের কাজটাও ঠিকভাবে হয় না। এ অবস্থায় দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে যায়, যা ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তারও বেশি হতে পারে। তখন মস্তিষ্কসহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেখা দেয় নানা উপসর্গ। এ অবস্থার নামই হিট স্ট্রোক।

হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত ব্যক্তি এলোমেলো কথা বলতে পারেন। অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন। তাঁর খিঁচুনি হতে পারে। শরীর একেবারে ঘামহীন হয়ে যেতে পারে। হৃৎপিণ্ড অস্বাভাবিক ছন্দে স্পন্দিত হতে পারে। লিভার, কিডনি, মাংসপেশিসহ দেহের নানান অংশের ক্ষতি হতে পারে। সময়মতো সঠিক চিকিৎসা না হলে এর কারণে মৃত্যুও হতে পারে।

হিট স্ট্রোক হওয়ার আগে

দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ যখন বাধা পাওয়া শুরু করে, তখনই বেশ কিছু উপসর্গ দেখা দেয়। অনেক সময় এগুলোকে ছোটখাটো সমস্যা ভেবে অবহেলা করা হয়। এই যেমন, মাথাব্যথা কিংবা অতিরিক্ত ক্লান্তি।

গরমের কারণেই যে মাথাব্যথা হচ্ছে বা অতিরিক্ত ক্লান্তি লাগছে, অনেকেই তা ভেবে দেখেন না। এ ধরনের উপসর্গকে তেমন গুরুত্ব দেন না কিংবা ধরে নেন এর পেছনে ঘুমের ঘাটতি বা অন্য কোনো কারণ আছে। আর এসব উপসর্গ নিয়েই কাজকর্ম চালিয়ে যান। প্রচণ্ড গরমে শরীর অবসন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়ে। গরমে অনেক সময় বমিভাব হয়। বমিও হয়। মাথা ঘোরায় বা ঝিমঝিম করে।

অনেক সময় মনে হয় মাথাটা হালকা হয়ে আসছে। কাজ চালিয়ে গেলেও তখন মনোযোগ থাকে না। অল্পতেই মেজাজ বিগড়ে যেতে থাকে।

পেট কামড়াতে পারে। পায়ের পেশিতে টান লাগতে পারে। অতিরিক্ত ঘাম হয়। শরীর গরম হয়ে ওঠে। ত্বক লালচে দেখায়। হৃৎপিণ্ডের গতি কিছুটা বেড়ে যেতে পারে। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিও বাড়তে পারে।

মুখ ও গলা শুকিয়ে আসে। প্রচণ্ড তৃষ্ণা লাগে। পানিশূন্যতার কারণে এমনটা হয়। তখন প্রস্রাবের রং গাঢ় হতে থাকে। একসময় প্রস্রাবের পরিমাণও কমে যায়।

এসব উপসর্গ দেখা দিলে

হিট স্ট্রোক একটি মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি বা জরুরি অবস্থা। হিট স্ট্রোকের আগের এসব উপসর্গকে তাই গুরুত্ব দিতে হবে। এসব দেখা গেলে দ্রুততম সময়ে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে।

কাজে বিরতি দিতে হবে। পানি খেতে হবে। তুলনামূলক ঠান্ডা স্থানে গিয়ে বিশ্রাম নিতে হবে। মুখে, মাথায়, গলায়, ঘাড়ে পানি ছিটিয়ে নিতে হবে। ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর মুছে নেওয়া যেতে পারে। বগল, গলায় বরফ রাখলে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ হয় সহজে। বরফ না পেলে ঠান্ডা পানিতে ভেজা কাপড় রাখতে চেষ্টা করুন।

শরীরে বাতাস দিতে হবে। হাতপাখা কিংবা রিচার্জেবল পাখা ব্যবহার করা যেতে পারে। সম্ভব হলে পোশাকের কিছু অংশ সরিয়ে নেওয়া উচিত। কিছু বোতাম খুলে দেওয়া যেতে পারে। আঁটসাঁট করে পিন আটকানো থাকলেও ভেতরে বাতাস প্রবাহের ব্যবস্থা করা উচিত।

অতিরিক্ত ঘাম হলে সামান্য লবণ মেশানো পানীয়, ওরস্যালাইন বা ইলেকট্রোলাইট ড্রিংক খাওয়া উচিত। ডাবের পানিও কাজে দেবে সেই সময়।

কাদের হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং কমবয়সী শিশুদের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কম থাকে। তাই তাদের হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি। তবে কমবয়সী কর্মঠ মানুষ অনেক সময়ই নিজের প্রতি খুব একটা যত্নশীল হন না। গরমে বাইরে কাজ করতে গিয়ে তাদেরও হিট স্ট্রোক হতে পারে।

হিট স্ট্রোক প্রতিরোধে সতর্কতা

হিট স্ট্রোক প্রতিরোধে সবাইকেই সতর্ক থাকতে হবে। প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ায় শরীরের তাপমাত্রা যাতে ঠিক থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। পানিশূন্যতা এড়াতে সচেষ্ট থাকুন। আবহাওয়ার সঙ্গে মানানসই জীবনধারা বেছে নিন।

পানি খাওয়ার জন্য তৃষ্ণা লাগা পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার নেই। এমনিতেই মাঝেমধ্যে একটু করে পানি খেয়ে নিন। তবে গরমে চা-কফি কম খাবেন।

বাইরে গেলে সঙ্গে পানি ও ছাতা রাখুন। ছোট পাখাও রাখতে পারেন। মাঝেমধ্যে মুখে পানি ছিটিয়ে নেওয়া এবং ভেজা কাপড় দিয়ে মুখ আর শরীর মোছা ভালো।

পানি বহনের জন্য প্লাস্টিকের বোতল নয়, থার্মোফ্লাস্ক বেছে নিন। এতে পানি ঠান্ডা এবং নিরাপদ থাকবে। পানির বোতলে পানি ভরার আগে কয়েক টুকরা বরফ রেখে নিলে ওই পানি লম্বা সময় পর্যন্ত ঠান্ডা থাকে।

গুরুপাক খাবার এড়িয়ে চলুন। এমন খাবার খাবেন, যাতে অনেকটা পানি আছে। রসালো ফল বেছে নিন। এমন সবজি খান, যেটির ভেতরটা সাদা। ঝোলজাতীয় খাবার খান। পাতলা ডাল খাওয়া ভালো।

হালকা রঙের এমন পোশাক পরুন, যার ভেতর দিয়ে বাতাস যায়। রোদ ও উত্তপ্ত বাতাস থেকে বাঁচতে ফুলহাতা জামা ও ফুলপ্যান্ট বা পায়জামা পরা ভালো।

প্রচণ্ড রোদের সময় ঘরে থাকতে চেষ্টা করুন। প্রয়োজন ছাড়া ওই সময় বাইরে যাবেন না। ভিড়ভাট্টা এড়িয়ে চলতে পারলে ভালো। শরীরচর্চার জন্য এমন সময় নির্ধারণ করুন, যখন তাপমাত্রা তুলনামূলক কম থাকে।

শেষকথা

তীব্র আবহাওয়ায় শুধু নিজের না, পরিবারের সবার প্রতি খেয়াল রাখুন। শিশুরা যেন স্কুলে গিয়ে রোদে দৌড়ঝাঁপ না করে। কারও পানি খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকলে চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নিন, গরমের সময় তিনি কতটা পানি খেতে পারবেন।

রিকশাচালক রোদে ঘাম ঝরান, গাড়িচালক গরম হয়ে ওঠা গাড়িতে বসে থাকেন। ফেরিওয়ালারা রোদে রোদে পণ্য নিয়ে ঘুরতে থাকেন। নিজ এলাকায় এমন মানুষদের জন্য খাওয়ার পানি এবং হাত-মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা রাখতে পারেন।

পথের প্রাণীদের জন্যও পানির ব্যবস্থা করুন। বারান্দা ও ছাদে পাখিদের জন্য পানি রাখতে পারেন। আপনার বাড়ির ছায়ায় নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিক অসহায় কোনো প্রাণ।

পানির পাত্রগুলো পরিষ্কার করে তাতে নতুন করে পানি দেবেন রোজ। একটানা কয়েক দিন পানি জমে থাকতে দেবেন না। যেখানেই সুযোগ পান, গাছ লাগান। চারপাশে রাখা পানির উৎস এবং গাছের কারণে পরিবেশের তাপমাত্রা কিছুটা হলেও কমবে। হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি থেকে বাঁচবেন আপনি, আপনার প্রিয়জন।

https://www.prothomalo.com/lifestyle/health/cwpc43nlvm

আলোচিত সংবাদ

দেশজুড়ে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ক্যাম্পেইন

প্রায় ১৪ মাস পর দেশব্যাপী ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ক্যাম্পেইন শুরু হতে যাচ্ছে। অন্ধত্ব প্রতিরোধ ও শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূরীকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত এই বিশেষ ক্যাম্পেইন আগামী ২৮ জুন সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে। এদিন ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী ২ কোটি ৩৫ লাখের বেশি শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। ক্যাম্পেইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, এবারের ক্যাম্পেইনে ২ কোটি ৩৫ লাখ ১৪ হাজার ৯৭২ জন শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬ মাস থেকে ১১ মাস বয়সী শিশুদের সংখ্যা (যাদের নীল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে) ২৮ লাখ ৩৮ হাজার ৭৯৪ জন এবং ১২ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের সংখ্যা (যাদের লাল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে) ২ কোটি ৫ লাখ ৭৬ হাজার ১৭৮ জন।

https://www.bd-pratidin.com/national/2026/06/24/1266243

অর্থনৈতিক সংকট সমাধানে দুই বছর লাগবে: অর্থমন্ত্রী

অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ফ্যাসিস্ট ও আগের সরকারের ঋণের বোঝা নিয়ে কাজ করেছি। তাই ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট পারফেক্ট নয়। তারপরও আমরা যাচাই-বাছাই করে দেখছি অর্থনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য দুই বছর প্রয়োজন। রবিবার(২১ জুন) দুপুরে রাজধানীর গুলশানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বাজেট ডায়ালগ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'অল্প টাকা দিয়ে হলেও ট্যাক্স নেটের আওতায় আসতে হবে দেশের মানুষকে। তবে এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই।' আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বিগত সরকার ১ হাজার ৩০০ প্রজেক্ট নিজেদের স্বার্থে তৈরি করেছিল, যার অনেকটাই আমরা বাতিল করেছি। অনেক প্রকল্প ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ হওয়া যা কোনো কাজে আসছে না। মন্ত্রী বলেন, লোকাল ব্যাংক থেকে অর্থ নিয়ে ১১ থেকে ১৩ শতাংশ সুদে প্রাইভেট সেক্টর টিকতে পারে না। সেখানে সরকারের জন্য তা কষ্টদায়ক। তবে সরকার এই খাত থেকে অর্থ নেয়া থেকে বের হয়ে আসবে।

https://www.bd-pratidin.com/minister-speech/2026/06/21/1264944

জলবায়ু প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিতে থাকা কোটি মানুষের স্বার্থে নিজেদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, এখন সময় এসেছে জলবায়ু সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিগুলোকে কাজে এবং অঙ্গীকারগুলোকে ফলাফলে রূপান্তর করার, যাতে বিশ্ব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভবিষ্যতকে আলিঙ্গন করতে পারে। আমরা আশা করি Kc31 এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সফল হবে এবং বাংলাদেশ তার ভূমিকা পালন করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ডালিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ১৭তম বার্ষিক 'নিউ চ্যাম্পিয়নস' সভায় 'একটি পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে জলবায়ু নেতৃত্ব' শীর্ষক অধিবেশনে উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী নভেম্বরে তুরস্কে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনের ৩১তম অধিবেশন বা Kc31-এ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন এবং প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য ও চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করা উচিত।

https://www.bd-pratidin.com/national/2026/06/23/1265994

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তির চূড়ান্ত রোডম্যাপ ৬০ দিনের মধ্যে

৬০ দিনের মধ্যে একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে দুই দেশ একটি রোডম্যাপে সম্মত হয়েছে। মধ্যস্থতাকারীদের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান লেবাননে চলমান সামরিক উত্তেজনা বন্ধে একটি বিশেষ সমন্বয়ক সেল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সংঘাত এড়ানো এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা হবে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের মিত্র সংগঠন হিজবুল্লাহকে সমর্থনের অভিযোগ তুলে তেহরানের বিরুদ্ধে সামরিক হামলার হুমকি দেন। তবে ইরানের প্রধান আলোচক মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ ট্রাম্পের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত বক্তব্য দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকা। এদিকে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ বলেছেন, প্রয়োজন হলে ইসরায়েলি বাহিনী দক্ষিণ লেবাননে অবস্থান অব্যাহত রাখবে।

https://bangladesherkhabor.net/international/46474

কোন কোন দল যাচ্ছে রাউন্ড অফ ৩২ এ?

যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় চলমান ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের গ্রুপ পর্বের লড়াই জমে উঠেছে। টুর্নামেন্টের পরিধি বেড়ে ৪৮ দলের হওয়ায় এবারই প্রথম দেখা যাবে ৩২ দলের নকআউট পর্ব। ইতোমধ্যেই দ্বিতীয় রাউন্ডের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলেছে বেশ কয়েকটি পরাশক্তি, অন্যদিকে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছে পাঁচ দল। নতুন নিয়ম অনুযায়ী এবার গোল ব্যবধানের চেয়ে দলগুলোর পারস্পরিক লড়াইয়ের (হেড-টু-হেড) ফলাফলকে টাইব্রেকার হিসেবে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে ফিফা। গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচ শেষেই নকআউটের টিকিট কেটেছে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনা ছাড়াও দ্বিতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করেছে দুই সহ-আয়োজক মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্র। দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে গ্রুপ 'এ' থেকে সবার আগে নকআউট নিশ্চিত করে মেক্সিকানরা। আর অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে গ্রুপ 'ডি' থেকে শেষ বত্রিশে জায়গা করে নেয় যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে জার্মানি। কুরাসাও এবং আইভরি কোস্টকে হারিয়ে নকআউটে পা রেখেছে তারা। এছাড়া গ্রুপ 'আই' থেকে কিলিয়ান এমবাপ্পের জোড়া গোলে ইরাককে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে ফেভারিট ফ্রান্স এবং সেনেগালকে ৩-২ গোলে হারিয়ে চমক দেখানো নরওয়ে শেষ বত্রিশের টিকিট নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে পাঁচ দলের। গ্রুপ পর্বের দুটি করে ম্যাচ হেরে টুর্নামেন্ট থেকে সবার আগে বিদায় নিয়েছে হাইতি, তুরস্ক, তিউনিসিয়া, জর্ডান এবং পানামা। নতুন নিয়মে পারস্পরিক লড়াইয়ে পিছিয়ে থাকায় শেষ ম্যাচে অলৌকিক কিছু ঘটলেও আর তৃতীয় স্থানে থাকা দলগুলোকে ছোঁয়া সম্ভব নয় এই দলগুলোর পক্ষে। আগামী ২৭ জুন পর্যন্ত চলবে গ্রুপ পর্বের খেলা, আর ২৮ জুন থেকে শুরু হবে বহুল প্রতীক্ষিত নকআউট পর্বের মহালড়াই।

https://www.bd-pratidin.com/sports/2026/06/24/1266249

হরমুজ থেকে সরানো হচ্ছে আটকে পড়া ১১ হাজার নাবিক

হরমুজ প্রণালিতে আটকে পড়া ১১ হাজারের বেশি নাবিককে সরিয়ে নেওয়ার কার্যক্রম শুরু করেছে জাতিসংঘের সামুদ্রিক সংস্থা। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘের সামুদ্রিক সংস্থা জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালিতে কয়েক মাস ধরে আটকে থাকা জাহাজগুলো থেকে ধাপে ধাপে নাবিকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘ সময় সমুদ্রে অবস্থান করায় অনেক নাবিক শারীরিক ও মানসিক চাপে ছিলেন। ইরান গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে কার্যত হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেয়। তখন শত শত বাণিজ্যিক জাহাজ ওই জলপথে আটকে পড়ে। এর ফলে বৈশ্বিক জ্বালানি ও পণ্য পরিবহনেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। সাম্প্রতিক সময়ে যুদ্ধবিরতির ফলে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় আটকে থাকা জাহাজগুলোর চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক করার পাশাপাশি নাবিকদের সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা জানিয়েছে, অভিযান সম্পন্ন হতে কয়েক দিন সময় লাগতে পারে।

https://www.prothomalo.com/bangladesh/8oydjizvsz

ছোটদের আসর

হাতি এবং কুকুর

বহুদিন আগে এক রাজা ছিলেন, যাঁর সকল প্রাণীর প্রতি, বিশেষ করে হাতির প্রতি গভীর স্নেহ ছিল। তিনি তাঁর রাজকীয় হাতির জন্য একটি বিশাল আস্তাবল তৈরি করেছিলেন। রাজকীয় হাতিটির সমস্ত প্রয়োজন মেটানো নিশ্চিত করার জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল। রাজা এও আদেশ দিয়েছিলেন যে, হাতিটিকে সুস্থ রাখার জন্য প্রতিদিন বিশেষ পুষ্টিকর খাবার পরিবেশন করতে হবে।

একদিন বিকেলে, একটি পথকুকুর রাজকীয় আস্তাবলে প্রবেশ করল। হাতিটি একটি ছায়াময় গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিল। কুকুরটি হাতির ফেলে রাখা খাবার দেখতে পেয়ে মনের আনন্দে খেতে লাগল। হাতিটিও খুশি হয়ে কুকুরটিকে সেই উচ্ছিষ্ট খাবার খেতে দিল। সেই দিন থেকে হাতিটি সানন্দে কুকুরটিকে তার খাবারে ভাগ বসাতে লাগল। শীঘ্রই তারা দুজন খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেল। কুকুরটি আস্তাবলে থাকতে শুরু করল এবং তত্ত্বাবধায়কও এতে কিছু মনে করলেন না। শীঘ্রই কুকুরটিও খুব সুস্থ হয়ে উঠল।

একদিন এক কৃষক সেই আস্তাবলের পাশ দিয়ে যাবার সময় কুকুরটিকে দেখতে পায় আর সাথে সাথে তত্ত্বাবধায়ককে জিজ্ঞাসা করে যে তিনি কুকুরটি তার কাছে বিক্রি করবেন কিনা। কৃষক কুকুরটির জন্য ভালো দাম প্রস্তাব করলেন। যদিও কুকুরটি তত্ত্বাবধায়কের ছিল না, তবুও তিনি টাকাটা গ্রহণ করলেন এবং কুকুরটিকে কৃষকের কাছে দিয়ে দিলেন।

কৃষককটি কুকুরটিকে নিয়ে যাওয়ার পর রাজকীয় হাতিটি খুব দুঃখ পেল। সে রাজআস্তাবলে তার একমাত্র বন্ধুকে হারিয়েছে। খাওয়ার সময় সে তার বন্ধুকে খুব মিস করত এবং খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিল, আর শীঘ্রই খুব দুর্বল হয়ে পড়ল। হাতিটির অসুস্থতার খবর দ্রুত রাজার কাছে পৌঁছাল। তিনি খোঁজ নিতে রাজআস্তাবলে ছুটে গেলেন।

তত্ত্বাবধায়ক জানত হাতিটা কেন এত বিষণ্ন ছিল এবং খাবার ও জল খেতে অস্বীকার করছিল, কিন্তু সে মুখ খুলল না। তার ভয় ছিল যে, রাজা যদি জানতে পারেন যে তিনি একটি কুকুর বিক্রি করে দিয়েছেন, তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। তাই সে না জানার ভান করল।

হাতিটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য রাজকীয় পশুচিকিৎসককে ডাকা হয়েছিল। পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার পরেও, পশুচিকিৎসক নিশ্চিত হতে পারেননি যে হাতিটি কেন খাচ্ছে না এবং পান করছে না। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, একটি আবেগপ্রবণ প্রাণী হওয়ায় হাতিটি কোনো কারণে খুব দুঃখে ছিল।

রাজকীয় হাতিটির দুঃখের কারণ জানতে রাজার রক্ষীরা আস্তাবলের সমস্ত চাকরকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা হাতিটির সাথে থাকা কুকুরটির কথা জানতে পারল, যে ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারা আরও জানতে পারল যে কুকুরটি গত কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ। রাজা তাঁর প্রধান মন্ত্রীকে ডেকে পুরো পরিস্থিতি জানালেন এবং তাঁর কাছে একটি সমাধান চাইলেন। প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শে সারা রাজ্যে ঘোষণা করা হলো যে, যার কাছে কুকুরটি আছে, সে যেন অবিলম্বে তা ফিরিয়ে দেয় এবং তাকে বিপুল পুরস্কার দেওয়া হবে।

ঐ কৃষক ঘোষণাটি শুনে কুকুরটিকে সঙ্গে নিয়ে অবিলম্বে রাজার প্রাসাদে পৌঁছালেন। তিনি রাজাকে বললেন যে, তিনি কুকুরটি রাজকীয় হাতির তত্ত্বাবধায়কের কাছ থেকে কিনেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ককে ডেকে পাঠানো হলে পরে তিনি স্বীকার করেন যে, তাঁর কোনো অধিকার না থাকা সত্ত্বেও তিনি কুকুরটি বিক্রি করেছিলেন। রাজা কুকুরটিকে হাতির পাশে আস্তাবলে ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। তত্ত্বাবধায়ককে কৃষকের টাকা ফেরত দেওয়ার আদেশ দেওয়া হলো। তাঁকে হাতির পাশাপাশি কুকুরটিরও দেখাশোনা করার আদেশ দেওয়া হলো।

রাজকীয় হাতিটি তার বন্ধুকে ফিরে পেয়ে খুব খুশি হয়েছিল। দুজনকে খাবার দেওয়া হলো এবং তারা একসঙ্গে খেল।

অকৃত্রিম ভালোবাসা

সপ্তর্ষি

গলগাঁথার সেই নিঃশব্দ নীরব প্রান্তরে
রক্তে ভেজা মাটির উপর সোজা দাঁড়িয়ে
ক্রুশ কাষ্ঠে দেখো ভালোবাসা আছে ঝুলে
যে ভালোবাসা দেখিয়েছে ভাষাহীন নীরবে।

ব্যথাভরা কন্টক মুকুটে নিজেকে সাজিয়ে
কাঁপাকণ্ঠে ক্ষমার বাণী পিতার চরণে তোলে
বলেছিলে "তারা জানে না তারা কি করে"
নিষ্ঠুর মানুষের মাঝে দয়ার আলো ওঠে জ্বলে।

ক্রুশের সে ভালোবাসা নয় ইতিহাস, নয় শুধু স্মৃতি
ক্রুশের প্রতিটি পেরেক যন্ত্রণা আর চাবুকের বারি
মানব হৃদয়ের গভীরে লেখা একটি চিরন্তন বাণী
সেখানে আছে সত্য, পথ আর জীবনের মুক্তি।

এই ভালোবাসা শিখায় ক্ষমা আর ত্যাগের মহিমা
যে ভালোবাসা প্রশ্ন করে না, চায় না কোন প্রতিদান
নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে রচনা করে ইতিহাস
এটাই ক্রুশের মহিমার অকৃত্রিম ভালোবাসার অবদান।

এই ক্রুশ যে আজও কথা বলে নীরবে গভীরভাবে
যে ভালোবাসা আজও অমর মৃত্যুকেও হার মানাবে
যেখানে দয়া জয়ী হয় পাপী ক্রুশে দিকে তাকালে
অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশিলে প্রতিটি রক্তের ফোঁটাতে।

আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীতে সমাপ্ত হলো মারীয়া বাম্বিনা সিস্টার সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের পথচলা

ফাদার সনেট কস্তা: রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীকে মারীয়া বাম্বিনা সিস্টার সম্প্রদায়ের মাতৃগৃহ বলা যেতে পারে। আটষট্টি বছরের পথচলায় এই সম্প্রদায় দুঃখী-দরিদ্র, অনাথ ও বিধবাদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৪ জুন মারীয়া বাম্বিনা সিস্টার সম্প্রদায় আনুষ্ঠানিকভাবে আন্ধারকোঠা থেকে বিদায় গ্রহণ করে। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মার্ডী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পাল পুরোহিত ফাদার প্রেমু রোজারিও, ফাদার সনেট কস্তা এবং মারীয়া বাম্বিনা সিস্টারগণ। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার ফাবিয়ান মার্ডী দীর্ঘদিনের সেবা ও আত্মত্যাগের জন্য সিস্টারদের ধন্যবাদ জানান এবং তাঁদের নতুন কর্মস্থলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করেন। খ্রিস্টযাগের পর ছিলো ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার অনুষ্ঠান। আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীতে অর্ধশত বছরব্যাপী সেবাপ্রদানকারী সিস্টার কন্স্তান্তিনা রায় অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, আন্ধারকোঠাতে আমি দুইবারে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে জনগণের জন্য কাজ করেছি। এখানে থাকতে আমার বেশ ভালোই লাগতো। শুরুর দিকে বিদেশী ফাদার-সিস্টারগণ এই ধর্মপল্লীর জনগণের জন্য কাজ করেছেন। ফাদার মাজ্জনী পিমে তো এখানেই নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তবে এখনো জনগণের মধ্যে সচেতনতা ও খ্রিস্টীয় জীবনযাপনের চিত্র খুবই দুর্বল। সিস্টার কল্যাণী পালমা সংঘের প্রভিন্সিয়ালের পক্ষে আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার প্রেমু রোজারিও বিদায়ী সিস্টারদের দীর্ঘ আটষট্টি বছরের আত্মনিবেদিত সেবা, ত্যাগ, ভালবাসা ও নিষ্ঠার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সিস্টারদের অবদান আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং তাঁদের সেবার ফল আগামী প্রজন্মের মাঝেও জীবন্ত হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র: বরেন্দ্র দূত

উত্তরবঙ্গ খ্রিস্টান যুব সংঘ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বনপাড়া ব্রাদার্সের শিরোপা জয়

ব্লেইজ অর্পেট পেরেরা: গত ১৯ থেকে ২০ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, উৎসবমুখর পরিবেশে ঢাকার পূর্বাচলের ২২ নম্বর সেক্টরের শিয়ালবাড়ি মাঠে উত্তরবঙ্গ খ্রিস্টান যুব সংঘ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। এবারের টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভবানীপুর, বনপাড়া, বোর্ণী, মথুরাপুর ও ফৈলজানা ধর্মপল্লী। আর সুনিপুণ দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে বনপাড়া ব্রাদার্স শিরোপা জয় লাভ করে। ১৯ জুন সকালে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়। প্রতিটি ধর্মপল্লী একে অপরের সঙ্গে ম্যাচ খেলার সুযোগ পায় এবং সর্বোচ্চ ম্যাচ জয়ী দল ফাইনালের জন্য নির্বাচিত হয়।

পরে ২০ জুন বিকেল ৩টায় অনুষ্ঠিত হয় বহুল প্রতীক্ষিত ফাইনাল ম্যাচ। ফাইনালে মুখোমুখি হয় বনপাড়া ব্রাদার্স ও বোর্ণী ইউনাইটেড। প্রথমে ব্যাট করে বোর্ণী ইউনাইটেড ১০ ওভারে ৬৪ রানের লক্ষ্য নির্ধারণ করে। জবাবে দূর্দান্ত ও চমৎকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করে বনপাড়া ব্রাদার্স ফাইনাল ম্যাচে বিজয় ছিনিয়ে নেয় এবং টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ফাইনাল ম্যাচ শেষে অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণী। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট জন মাইকেল গোমেজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট শিপন রোজারিও এবং চেয়ারম্যান মার্সেল ডি'কস্তা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ খ্রিস্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ'র ডিরেক্টর ডন অধিকারী, ঢাকা ক্রেডিটের চেয়ারম্যান রিপন সরদার, নয়ানগর ক্রেডিটের চেয়ারম্যান মুক্ত পিউরিফিকেশন, ঢাকাস্থ বনপাড়া ক্রেডিটের চেয়ারম্যান সুকুমার কোড়াইয়া ও ঢাকাস্থ বোর্ণী ক্রেডিট; এবং ঢাকাস্থ মথুরাপুর সমিতি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জন মাইকেল গোমেজ বলেন, "উত্তরবঙ্গ খ্রিস্টান যুব সংঘের উদ্যোগে এমন সুন্দর একটি আয়োজন সত্যিই প্রশংসনীয়। আমরা বিশ্বাস করি, এই সংঘ বাস্তব রূপ ধারণ করবে এবং শুধু রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়া নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গের মানুষকে একটি বন্ধনে আবদ্ধ করবে।"

বিশেষ অতিথিরাও উক্ত উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, "এটি উত্তরবঙ্গের যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি মহৎ প্রয়াস। ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।" অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বিজয়ী দল, রানার্সআপ দল, ম্যান অব দ্য ম্যাচ ও ম্যান অব দ্য সিরিজসহ বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করা হয়। ***আরভিএ নিউজ***

বনপাড়া ধর্মপল্লীতে পালিত হয়েছে বাবা দিবস

ফাদার বকুল আলবার্ট ক্রুশ: লূর্দের রাণী মারীয়া ধর্মপল্লী, বনপাড়াতে বাবা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ২১ জুন পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার শেখর ফ্রান্সিস কস্তা। তিনি উপদেশে সমাজে বাবাদের ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে কথা বলেন। খ্রিস্টযাগের পর আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বনপাড়া ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস. কস্তা। তিনি বাবা দিবসের ইতিহাস এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাবাদের অবস্থান তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাবারা হলেন সেই ব্যক্তি যারা নীরবে সংসারের সমস্ত ভার বহন করেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বনপাড়া ক্রেডিটের চেয়ারম্যান বাবলু কোড়াইয়া ও পালকীয় পরিষদের সহসভাপতি ক্লেমেন্ট কস্তা। বাবা দিবসের অনুষ্ঠানে ছিলো নাচ ও গান। একশত জন বাবা ও কয়েকজন মা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

তথ্যসূত্র: বরেন্দ্র দূত

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

বড়দিন উপলক্ষে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট আহ্বান

- আপনি কি লেখালেখি করেন?
- আপনি কি নাটক লেখেন?
- আপনি কি আসন্ন বড়দিনে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী?
- তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন। স্ক্রিপ্টে থাকবে বিশ্বাস-প্রত্যাশা, মিলন-আনন্দসহ খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন নাটক। নাট্যাংশে থাকবে যিশুর জন্ম-কাহিনী।
- আরও থাকবে : নাচ, গান, বাণী।

স্ক্রিপ্ট আগামী ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ অথবা তার পূর্বে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে। কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত শ্রেষ্ঠ স্ক্রিপ্টটি নিয়ে কাজ করা হবে। স্ক্রিপ্ট সংযোজন, বিয়োজন বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

পরিচালক

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৬০০/- (ছয়শত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫/০১৭৯৮-৫১৩০৪২
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ২১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 21
Regd. No. DA-33
❖ 28 June - 4 July, 2026, ৭ - ১৩ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
BOOK POST

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র

বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।
আকর্ষণীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৪০০ টাকা

আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি, ভার্জিনিয়া ও মেরিল্যান্ডের সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহকগণ আপনাদের বকেয়া বিল পরিশোধ করতে পারেন নিম্ন ঠিকানায় –

বিপুল এলিট গনছালভেস
Banglabazar (বাংলা বাজার)-
The Asian Grocery Store
11468 Cherry Hill, Rd-Beltsville, MD 20705

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
weekly.pratibeshi.org
weeklypratibeshi
weeklypratibeshi

বাণীদিপ্তী
BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
varitasbangla

বড়দিন সংখ্যা ২০২৬ এর জন্য লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। এ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর **"বড়দিন সংখ্যা ২০২৬"** নতুন আঙ্গিকে ও নতুন পরিসরে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তাই বড়দিন সংখ্যা ২০২৬ এর জন্য আপনার সুচিন্তিত লেখা (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা, স্বাস্থ্য সমাচার, কবিতা ও কলাম) বিভাগ উল্লেখপূর্বক (খোলা জানালা, সাহিত্য মঞ্জুরী, যুব তরঙ্গ, মহিলাঙ্গণ) পাঠিয়ে দিন আগামি ১০ নভেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী:

১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।
২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।
৩. লেখা কম্পোজ করে, Sutonny MJ ফন্টে এবং MS Word 97-2003 Document-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৪. মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তা ছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।
৫. লেখা মান সম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org